RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ১০, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৭ মে - ৩০ মে, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 10, Cooch Behar, Friday, 17 May - 30 May, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

আদালতে পৌঁছাল পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আদালতে পৌঁছাল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের ঘটনা। গত ১৪ মে রাজ্য সরকারের চিঠি নিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সফেলি। রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, তিনি কলকাতা উচ্চ আদালতে 'রিট পিটিশন' দাখিল করেছেন। তিনি বলেন, "অনৈতিকভাবে আমাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের চিঠির পরেও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়নি। সে জন্যেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি।" কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায় অবশ্য কিছু বলতে চাননি। তৃণমূল প্রভাবিত অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার নেতা সাবলু বর্মণ বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মানা না মেনে অবৈধভাবে রেজিস্ট্রারকে সরিয়ে দিয়েছেন উপাচার্য। রাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা দফতর চিঠি দেওয়ার পরেও কোনও সিদ্ধান্ত বদল হয়নি। এবারে আদালতের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার ন্যায় বিচার পাবেন বলেই আশা করছি।" ২০১৭ সালে রেজিস্ট্রার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ দিয়েছিলেন আব্দুল কাদের সফেলি। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন নিখিলেশ রায়। প্রথম দিন থেকেই উপাচার্যের কাজে রেজিস্ট্রার কোনও সহায়তা করছিলেন না বলে অভিযোগ। গত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে বিরোধ আরও বাড়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান ঘিরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ৩০ এপ্রিল সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার তা নিয়ে আপত্তি জানায়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, সমাবর্তন নিয়ে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে চিঠি দিয়েছিলেন রেজিস্ট্রার। এর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হন। অভিযোগ, উপাচার্য পারচেজ এবং টেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর অনুমতি না নিয়ে পারচেজ এবং টেন্ডার কমিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ কমিটির মিটিং করেছেন রেজিস্ট্রার। আর এই পরিস্থিতিতে গত ২৪ এপ্রিল রেজিস্ট্রার শোকজ করেন উপাচার্য। সাতদিনের মধ্যে শোকজের উত্তর দিয়েছিলেন রেজিস্ট্রার। তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে রেজিস্ট্রারকে 'সাসপেন্ড' করেন উপাচার্য। তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রেজিস্ট্রারকে উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফ থেকে একটি চিঠি দেওয়া হয়। ওই চিঠির কপি উপাচার্য সহ একাধিক জায়গায় দেওয়া হয়। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের একাধিক ধারা উল্লেখ করে 'সাসপেন্ড' অবৈধ বলে জানানো হয়। তার পরেও উপাচার্যের সিদ্ধান্তের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘনিষ্ঠ অংশের দাবি, উপাচার্যকে সরাসরি চিঠি লিখে ওই 'সাসপেনশন' তুলে নিতে বলেনি উচ্চশিক্ষা দফতর। সে এক্তিয়ারও তাদের নেই। আরেকটি অংশের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের সহায়তাতেই চলে। তাই সরকারের পরামর্শ মেনে চলাই সঠিক কাজ। ওই চিঠি নিয়েই আদালতে গিয়েছেন অপসারিত রেজিস্ট্রার।

শিবযজ্ঞ শুরু কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ আমলের ঐতিহ্য মেনে শিবযজ্ঞ উৎসব শুরু হয়েছে কোচবিহারে। ১১ মে রবিবার কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগরাবাড়ি এলাকার স্থায়ী মন্দিরে যজ্ঞের পাশাপাশি কুমারি পুজো শুরু হয়। শিবযজ্ঞ কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্ববাসীর কল্যাণের আকুতি নিয়ে যজ্ঞে অংশ নিয়েছেন ২০ জন পুরোহিত রোজ যজ্ঞকুন্ডে আহুতি দেবেন। শিবযজ্ঞ সমিতির পক্ষে জানানো হয়, এবার শিবযজ্ঞ উৎসবের ৭৭ বছর। ১৯৪৮ সালে কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের সভাপতিত্বে আয়োজিত ধর্মসভার সিদ্ধান্ত মেনে ফি বছর ওই শিবযজ্ঞ হয়ে আসছে। আগের তুলনায় শিবযজ্ঞের প্রসার বেড়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা তো বটেই, ভিন রাজ্য থেকেও ভক্তরা ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের খরচও ভক্তরা দেন। কমিটির পক্ষে আরও জানানো হয়, কোচবিহারের রাজবংশকে শিববংশ বলা হত। ১৯৪৮-৫০ সাল পর্যন্ত ১০ জন পূজারী যজ্ঞানুষ্ঠানে সামিল হতেন। ১৯৫১ সাল থেকে ২০ জন পূজারি থাকছেন। এবারেও যজ্ঞানুষ্ঠানে ২০ জন পূজারী রয়েছেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ নিজেও এক সময় ওই শিবযজ্ঞের অনলে লোভ, স্বার্থপরতা, হিংসা পুড়ে যাক বলে মন্তব্য করেছিলেন। শিবযজ্ঞ সমিতি সূত্রেই জানা গিয়েছে, যজ্ঞ কুণ্ডে অগ্নিসংযোগে প্রদীপ বা মোম কিংবা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয় না। বরাবর সূর্যরশ্মির মাধ্যমেই যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নিসংযোগ করার রেওয়াজ রয়েছে। এবারেও প্রাচীন ওই রীতি মেনে নীলকান্ত মণির মাধ্যমে সূর্যের রশ্মি আতস কাচে প্রতিফলিত করে শিব মূর্তির পাদদেশে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নিসংযোগ করা হয়। যজ্ঞকুণ্ডের চারদিকে ২০ জন পূজারীর সমবেত মন্ত্রোচ্চারণে শুরু হয় আহুতির পর্ব। ওই আহুতির জন্য দেড় মণ ঘি, দু'শো মণ শাল, আম, বট, পাকুড়ের ডাল, কাঠ আনা হয়েছে। টানা পাঁচদিন দিবালোকে যজ্ঞানুষ্ঠানে আহুতির কাজ চলবে। শেষ দিনে এক লক্ষ আট বার আহুতিকে পূর্ণাহুতি ধরে যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হবে। যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত রুদ্রাক্ষ ঘুরিয়ে ঘি, কাঠ, তিল, চাল সহ অন্য উপকরণ দিয়ে লক্ষ আহুতির পুরো হিসাব রাখেন। শিবযজ্ঞ সমিতির সম্পাদক জয়শংকর ভট্টাচার্য এবারে প্রয়াত হয়েছেন। তা নিয়ে শোকাহত অনেকেই।

মহিলাকে চুলের মুঠি ধরার অভিযোগে ক্লোজ করা হল এক সাব ইন্সপেক্টরকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: চুলের মুঠি ধরে রাস্তা থেকে তুলে ভ্যানে তোলার অভিযোগে তুফানগঞ্জের এক পুলিশ অফিসারকে ক্লোজ করা হয়েছে। গত ১৩ মে ওই ঘটনা ঘটে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে। পুলিশের ওই ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করা হয়। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই ওই পুলিশ অফিসারকে 'ক্লোজ' করে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিলেন জেলা পুলিশ সুপার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পুলিশ অফিসারের নাম জগদীশ ঘোষ। তিনি তুফানগঞ্জ থানায় সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত রয়েছেন। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "অভিযোগ পাওয়ার পরে ওই অফিসারকে ক্লোজ করে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার জগদীশ ঘোষ ওই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। তিনি জানিয়ে দেন, ওই বিষয়ে যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলবে। পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, ঘটনা শুরু হয় গত সোমবার। পারিবারিক বিবাদের জেরে সালিশি সভা ডেকে এক মহিলাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত জাহাঙ্গীর হোসেনের বিরুদ্ধে। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মীয় বলে পরিচিত। সোমবার ওই ঘটনার প্রতিবাদ করে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনের রাস্তায় শুয়ে পরে ওই মহিলা। অভিযোগ, সেই সময় তুফানগঞ্জের ওই পুলিশ ইন্সপেক্টর তাঁকে চুলের মুঠি ধরে টেনে হিচড়ে গাড়িতে তোলেন। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়। ওই ঘটনায় নিন্দায় সরব হয়েছে শাসক দল সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। পুলিশ আবার সোমবার রাতেই সরকারি কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে তুফানগঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। ওই মহিলার মা বলেন, "সালিশির নামে আমার মেয়েকে এক তৃণমূল নেতা মারধর করেছে। সে প্রতিবাদ করেছে। তা নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে আবার পুলিশই আমার মেয়েকেই চুলের মুঠি ধরে টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়। দু'বার অভিযোগ না নিয়ে থানা থেকে আমার মেয়েকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। পাল্টা আমার মেয়েকে গ্রেফতার করে জেলে পুড়ে দিয়েছে। আমরা সোমবার রাতে তুফানগঞ্জ থানায় জাহাঙ্গীর ও আরও কয়েক জনের নামে অভিযোগ করলে প্রথমে অভিযোগ নিতে চায়নি পুলিশ।" জাহাঙ্গীর বলেন, "ওই মহিলা সম্পর্কে সৎ বোন হয়। মারধরের অভিযোগ মিথ্যে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি।" কোচবিহার জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, জাহাঙ্গীর তৃণমূলের কেউ নয়। আইন আইনের পথে চলবে। পুলিশ যেভাবে মহিলাকে গাড়িতে তুলেছে সেটা তা নিন্দনীয় বলে জানায় তৃণমূল নেতৃত্ব। কোচবিহার জেলা বিজেপি সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বলেই নিতে চায়নি পুলিশ। পুলিশ মহিলাকে যেভাবে হেনস্থা করেছে তার প্রতিবাদ জানাই। আমরা মহিলার পরিবারের পাশে আছি।"

হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রোগীদের ঠিকঠাক পরিষেবা না দেওয়ার অভিযোগ উঠল কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে। ১০ মে শুক্রবার অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক বিষয়ে অভিযোগ তুলে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপিকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়। ওই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, "ওই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" সংগঠনের অভিযোগ, কিছুদিন আগে এক মহিলা মা ও শিশু বিভাগে (মাতৃমা) ভর্তি ছিলেন। তিনি মাথা ঘুরিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেও কেউ লক্ষ্য রাখেননি। ওই বিভাগে বাড়ির লোকেদের থাকার অনুমতি নেই। সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পরিষেবার বিষয়ে আরও নজর দেওয়া উচিত বলে দাবি ওই সংগঠনের। আরও অভিযোগ, হাসপাতালের রোগীদের অনেককেই কোনও বিশেষ কারণ ছাড়াই বাইরে রেফার করে দেওয়া হয়। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদিকা সুস্মিতা বর্মণ বলেন, "চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকার পরেও রোগীকে বাইরে রেফার করা হয়। এমন অভিযোগ আমরা পেয়েছি। সে কথা জানানো হয়েছে। এমন ঘটনার পিছনে অন্য উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে।" তাঁর আরও অভিযোগ, বহির্বিভাগে চিকিৎসককে ঠিকমতো পাওয়া যায় না। আবার কিছুক্ষেত্রে চিকিৎসক পাওয়া গেলেও রোগীকে ঠিকমতো চিকিৎসা করেন না তাঁরা। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারে বেশি সময় দিতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কেন কোনও ব্যবস্থা থাকবে না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। মেডিক্যাল হাসপাতালের শৌচাগার নিয়ে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অনেকেই অভিযোগ করেন, হাসপাতালের শৌচাগারে গিয়ে রোগীরা আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগীর পরিবারের একাধিক আত্মীয় বলেন, "এই সব বিষয়ে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে আরও বেশি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।"

শৌচাগার অপরিষ্কার নিয়ে এমএসভিপির বক্তব্য, "এখন রোগীর চাপ অনেক বেশি। দু'বেলা করে শৌচাগার পরিষ্কার করা হয়। ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সচেতনতা প্রয়োজন।"

তীব্র গরমে পাট চাষে ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বৃষ্টি প্রায় নেই বললেই চলে। কখনও আকাশ মেঘ করে এলেও বৃষ্টি হয় না। কখনও কখনও আবার এক-দুই ফোঁটা হয়ে থেমে যায়। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে গরম। সকাল গড়াতেই উঠতে শুরু করে প্রখর রোদ। আর তার ফলে এবারে পাট চাষে ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কৃষকরা জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত জল না থাকায় পাটের বৃদ্ধি হয়নি সেভাবে। তাতে উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর তার ফলে চাষের খরচ উঠবে কি না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। ক্ষতিপূরণের দাবিতে কোচবিহার জেলাশাসকের দফতর অভিযানের ডাক দিয়েছে সারা ভারত কৃষক সভা। আগামী ২৮ মে মিছিল নিয়ে গিয়ে জেলাশাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হবেন তারা। এমন অবস্থার মধ্যে অবশ্য বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কোচবিহার জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা গোপাল মান বলেন, "রোদের জন্য কিছু সমস্যা হয়েছে। তাতে উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দুই-একদিনের মধ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তাতে অনেকটাই উন্নতি হবে।" সারা ভারত কৃষক সভার কোচবিহার জেলার যুগ্ম সম্পাদক আকিক হাসান বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি নেই। খরা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে জেলায়। তাতে প্রচুর পরিমাণ পাট খেত নষ্ট হয়েছে। আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করা হবে। আমরা প্রশাসনের কাছে সেই কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানাব।" এমনিতেই ফি বছর পাট চাষিদের কোনও না কোনও সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাতে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে ক্রমশ কমে গিয়েছে পাট চাষ। নতুন করে ফের পাট চাষে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে কৃষকরা। আর তার মধ্যেই কখনও শিলাবৃষ্টি, কখনও খরা পাটচাষে বড় ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে কৃষকদের। এবারে পাট চাষের শুরুতেই তীব্র দাবদাহের মুখে পড়তে হয়। যার জেরে কোচবিহারে পাট চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে। খেত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় কোচবিহারে প্রায় ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হত। সেখানে বর্তমানে তা নেমে এসেছে ৩৫ হাজার হেক্টর জমিতে। মনে করা হয়, একের পর এক 'পাটকল' বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই কোচবিহারে পাট চাষের প্রতি ঝোঁক কমে এসেছে।

হাসপাতালের কর্মী ছাঁটাই, পরে পুনর্বহাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটপর্ব চলার মধ্যেই আচমকা পনেরো জন 'রোগী সহায়ক'কে ছাঁটাইয়ের অভিযোগ ঘিরে সরগরম হয়ে উঠেছে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। অভিযোগ, ১৫ মে বুধবার ওই কর্মীদের ছাঁটাইয়ের কথা জানানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু বছর আগে ওই রোগী সহায়কদের এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, ওই এজেন্সির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই সেই এজেন্সিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কারণেই কর্মী ছাঁটাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। এজেন্সি বদল হলেই কি এভাবে কর্মী ছাটাই করা যায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, "এজেন্সির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। ওই কর্মীদের এজেন্সি নিয়োগ করেছিল। সে কারণেই এমন কথা উঠছে। এর আগেও এমন ভাবে এজেন্সির মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন এজেন্সি নিয়োগ হয়েছে। কিন্তু কর্মী ছাঁটাইয়ের অভিযোগ ওঠেনি। এবারেও সমস্যা হবে না বলে আশা করছি।" শেষপর্যন্ত অবশ্য তার একদিন পরেই ফের ওই কর্মীদের কাজে পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই কর্মীদের অবশ্য অভিযোগ, তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। গত বছরের নভেম্বর মাসে তাদের আচমকা বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পর পর কয়েক মাস বেতন না পেয়ে তাঁরা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরে বেতন দেওয়া শুরু হয়। তা নিয়েই তাঁদের উপরে ক্ষোভ তৈরি হয়। এরপর থেকে নানা ভাবে তাঁদের হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। ওই কর্মীদের আরও দাবি, এবারে নতুন করে টেন্ডার ডাকা বা নতুন এজেন্সি নিয়োগের বিষয়ে সঠিক কোনও নিয়ম মানা হয়নি। নির্বাচন পিরিয়ডের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত তাঁদের বিপদে ফেলতেই নেওয়া হয়েছে বলে দাবি। ওই কর্মীদের কয়েকজন বলেন, "আমরা দীর্ঘসময় ধরে হাসপাতালে কাজ করছি। ওপিডি রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী, ডাটা এন্ট্রি সহ নানা কাজ আমরা করি। করোনার সময় রোগীদের পাশে থেকে লাজ করেছি। তার পরে আমাদের সঙ্গে এমন কেন হবে। সিদ্ধান্ত বদল হওয়ায় আপাতত আমরা চিন্তামুক্ত হয়েছি।"

তৃণমূল প্রভাবিত চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও এদিন জেলা প্রশাসনের কাছে ওই কর্মীদের পুনরায় নিয়োগের দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি প্রবাল গোস্বামী বলেন, "এটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কর্মী ছাঁটাই মা-মাটি মানুষের সরকারের নীতি নয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে আমরা। পরে সিদ্ধান্ত বদল হওয়ায় আমরা খুশি।"

মেডিক্যাল কলেজে সফল অস্ত্রপচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মেরুদণ্ডের রোগের সফল অস্ত্রপচার হল কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ ওই বিষয়ে জানান। তিনি জানিয়েছেন, গত এক বছর ধরে মাথাভাঙার এক একুশ বছরের তরুণ যক্ষা রোগে ভুগছিলেন। একাধিক জায়গায় যক্ষার চিকিৎসা করেও কোনও ফল পাননি তিনি। এর পরেই হওয়ায় তিনি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হন তিনি। মেডিক্যাল হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রথমেই তাঁকে এমআরআই করানোর পরামর্শ দেন। এমআরআই রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁর মেরুদণ্ডের একটি জায়গায় ক্ষত রয়েছে। সেই ক্ষত'র সঠিক চিকিৎসা না হলে যক্ষার চিকিৎসা কাজে লাগবে না। ক্ষত'র চিকিৎসার জন্য অস্ত্রপচার করা জরুরি বলে জানান চিকিৎসকরা। কিন্তু মেরুদণ্ডের ওই জায়গায় অস্ত্রপচার অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ওই রোগীর মাইক্রো সার্জারি করার সিদ্ধান্ত নেন। অস্ত্রপচার পুরোপুরি সফল হয়েছে। এবারে যক্ষা রোগের চিকিৎসায় সাড়া পাওয়া যাবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। এই অস্ত্রপচার বড় সফলতা বলেই মনে করছে মেডিক্যাল কলেজ। রাজীব প্রসাদ বলেন, "রোগী এখন ধীরে ধীরে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন।" ওই চিকিৎসক বলেন, "এই অস্ত্রপচারে অনেক ঝুঁকি ছিল। কিন্তু অস্ত্রপচারে আমরা পুরোপুরি সফল হয়েছি।" সফল অস্ত্রপচারে খুশি ওই রোগীর পরিবারের সদস্যরাও।

করবৃদ্ধির প্রতিবাদে ব্যবসা বনধ কোচবিহারে

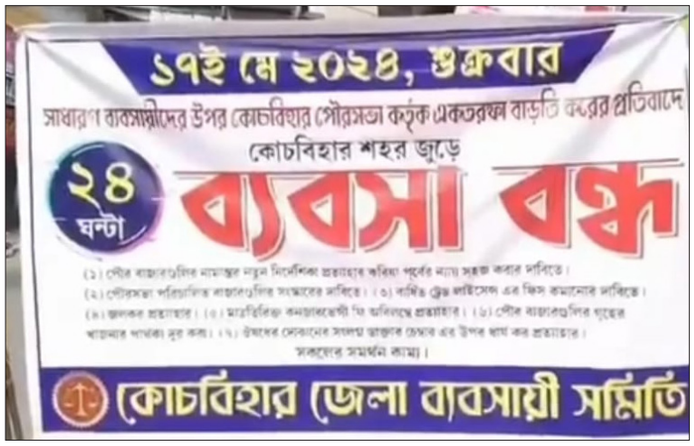

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুরসভার বিরুদ্ধে করবৃদ্ধির অভিযোগ এনে একদিনের ব্যবসা বনধে সামিল হল কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। ১৭ মে বুধবার ওই ব্যবসা বনধের জেরে দিনভর কার্যত শুনসান রইল কোচবিহারের সমস্ত বাজার। চরম হয়রানির মুখে পড়তে হল সাধারণ মানুষকে। খাবার থেকে শুরু করে ওষুধপত্র কিনতেও হয়রানি হতে হয় বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ উঠেছে, বাইক মিছিল নিয়ে ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা শহরের একাধিক বাজারে ঘুরে দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষও বনধ নিয়ে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। সব অভিযোগ অবশ্য ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে ব্যবসায়ী সংগঠন। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মতিলাল জৈন বলেন, "কোথাও কোনও জোর করে হয়নি। ব্যবসায়ীদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। তাই প্রত্যেকে বনধে সামিল হয়েছে। ওষুধের দোকান ও খাবারের দোকান বনধের আওতার বাইরে ছিল। তারপরেও তারা প্রতীকী হিসেবে দুই ঘন্টা বন্ধ রেখেছে। আর পুরসভার চেয়ারম্যান ব্যবসায়ীদের কোনও কথা আমল না দিয়ে ইচ্ছেমতো করবৃদ্ধি করেছেন।" ব্যবসায়ীরা দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে সভা করতে এসে করবৃদ্ধি না করার কথা জানিয়ে যান। তারপরেও পুরসভা তা শুনছে না। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে কোনও কর বৃদ্ধি হয়নি। ব্যবসায়ী সংগঠনের কয়েকজন কর্মকর্তা অনৈতিক ভাবে ব্যবসা করছেন। আর তারা নিজেদের স্বার্থে বনধ ডেকেছেন। সেই অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি। বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুরসভার বিরোধ শুরু হয়। ব্যবসায়ী সংগঠনের দাবি, ফুটপাতের ব্যবসায়ী থেকে বড় দোকান সবক্ষেত্রেই ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বছরে দেড় হাজার টাকার কিছু উপরে কর নেওয়া হত, তা এখন তিরিশ হাজারের উপরে হয়েছে। নামজারির ক্ষেত্রেও বহুগুণ টাকা বাড়ানো হয়েছে। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য সেই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, দীর্ঘসময় কোচবিহার পুরসভায় কোনও করবৃদ্ধি হয়নি। পরবর্তীতে পুরসভার স্টলের যে ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে তা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনার পরে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্ত মেনে বেশ কয়েক মাস ধরে ভাড়া দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। তার মধ্যেই বনধ ডেকে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, "আমাদের কাছে সমস্ত নথি রয়েছে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করেই পুরসভার বাজার ও স্টলের ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে। সেটাও অন্ততপক্ষে দশ বছর পরে। কোচবিহারের সমতুল্য অন্যান্য পুরসভা যেখানে কুড়ি-পঁচিশ কোটি টাকা কর হিসেবে পায়, সেখানে কোচবিহার পুরসভা পায় এক কোটি টাকা।" তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ভিডিও দেখিয়ে দাবি করেন, "সাধারণ নাগরিকদের কর বৃদ্ধি কোথাও হয়নি। দীর্ঘসময় কোচবিহার পুরসভা এলাকায় রাজ্য ভ্যালুয়েশন বোর্ড কোনও সমীক্ষা করেনি। সেই কাজ এবারে শুরু করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী তা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন, তা বন্ধ আছে।" চেয়ারম্যানের দাবি, ব্যবসায়ীদের একটি অংশ পুরসভার স্টল বিক্রির অধিকার চাইছেন। তা কোনওভাবেই দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বলেন, "স্টল বিক্রির অধিকার কেউ চায়নি। বিভিন্ন সময়ে ওই স্টল হস্তান্তরের প্রয়োজন হয় অনেকের। সেটাও পুরসভা মানছে না।" চেয়ারম্যান এদিন দাবি করেন, ব্যবসায়ী সমিতির এক কর্তা ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ওষুধের দোকান করছেন। ওই কর্তা অবশ্য তা মানতে চাননি।

ওই বনধের পেছনে বিজেপি ও সিপিএম রয়েছে বলেও দাবি করেন পুরসভার চেয়ারম্যান। সিপিএম ও বিজেপির তরফে অবশ্য আগেই ব্যবসায়ীদের বনধকে সমর্থনের কথা জানানো হয়। ব্যবসায়ী সমিতি জানায়, তারা শাসক-বিরোধী সব দলের কাছেই বনধকে সমর্থন জানানোর আবেদন করেছিলেন।

বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাফ সিরাপ ফেনসিডিল উদ্ধার দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিনহাটায় বড়সড় সাফল্য পেল এসটিএফ ও দিনহাটা থানার পুলিশ। দিনহাটা শহরের মসজিদ মোড় এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাফ সিরাপ ফেনসিডিল উদ্ধার করলো এসটিএফ ও দিনহাটা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ও এসটিএফ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে একটি কন্টেইনার ট্রাক থেকে এই বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাপ সিরাপ উদ্ধার করে। জানা যায়, ইউপি নাম্বারের একটি গাড়ি দিনহাটার সীমান্ত এলাকার দিকে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই পুলিশ ও এসটিএফ মসজিদ মোড় এলাকায় ওই গাড়িটিকে আটক করে। সেখানে প্রায় ২২২০০ বোতল অবৈধ ফেনসিডিল উদ্ধার করেন। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণ মাটির চা খাওয়ার কাপ উদ্ধার করে এসটিইএফ ও পুলিশ। ঘটনায় ওই গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের হাপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বাজেয়াপ্ত হওয়া এই বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিলের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। এদিকে ঘটনার পরেই সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ দিনহাটার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে গোটা প্রক্রিয়াটি ভিডিওগ্রাফি করা হয় এবং ওই গাড়ি চালককে গ্রেফতার করা ছাড়াও অবৈধ ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এই ফেনসিডিল পাচারের চক্রে আরো কেউ জড়িত রয়েছে কিনা বা এর পিছনে বড় ধরনের কোনো মাফিয়াদের যোগসূত্র রয়েছে কিনা সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখছে দিনহাটা থানার পুলিশ।

বনধের সমর্থনে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: করবৃদ্ধির অভিযোগ তুলে ডাকা বনধের সমর্থনে মিছিল করল কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। ১৭ মে শুক্রবার কোচবিহার শহরে ব্যবসা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে সিপিএম ও বিজেপি। ১৬ মে বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে মিছিল বের শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে বনধের প্রচার করা হয়। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য বলেন, "কর বৃদ্ধি করা হয়নি। ব্যবসায়ী সংগঠনের এমন অভিযোগ ঠিক নয়। অযথা বনধ পুর পরিষেবার কাজে বিঘ্ন ঘটানো ও সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলা ঠিক নয়।"

ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি মতিলাল জৈন অবশ্য দাবি করেন, পুরসভার একাধিক সিদ্ধান্তে ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছেন। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়াতেই বনধের রাস্তায় গিয়েছেন তারা।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পুলিশের অভিযান জারি রয়েছে কোচবিহারে। এবারে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ দু'জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার সাজেরপার-ঘোড়ামারা থেকে ওই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম ফণী সরকার এবং আনারুল হক। ধৃতদের বাড়ি পুন্ডিবাড়ি থানা এলাকাতেই। ধৃতদের কাছ থেকে একটি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। কোচবিহার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান জারি থাকবে।"

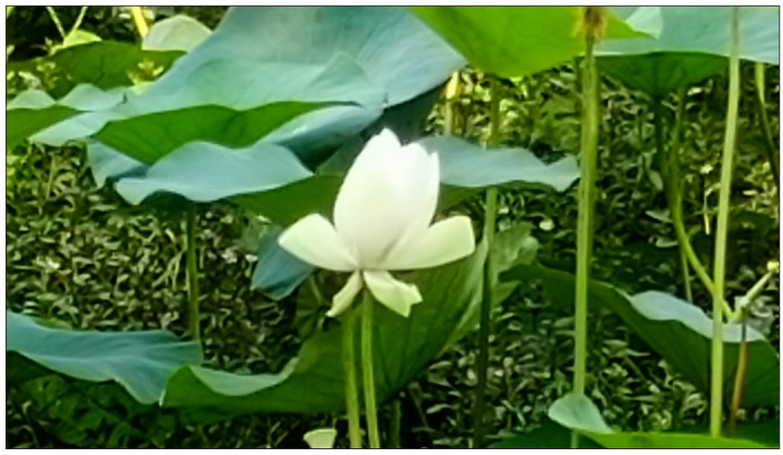

কোচবিহারের রাজমাতা দিঘিতে শ্বেতপদ্ম। ছবি- বিমান সরকার

কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাইবার অপরাধ রুখতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কোচবিহার কলেজের এক কক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতামূলক একটি কর্মসূচি। এদিনের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। এইদিনের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে বার্তা পৌঁছানোর পাশাপাশি কলেজের যেসব ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে তাদের কাছেও বার্তা পৌঁছে দিতে এইরকম উদ্যোগ গ্রহণ করলেন বলে জানানো হয় জেলা পুলিশের তরফ থেকে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণ গোপাল মিনা, ডিএসপি ক্রাইম চন্দন দাস, কোতয়ালি থানার আইসি তপন পাল সহ কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ সহ অন্যান্যরা বিশিষ্ট জনেরা।

জেলাশাসককে স্মারকলিপি ভারতীয় জনতা পার্টির কিষান মোর্চার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মঙ্গলবার সাত দফা দাবির ভিত্তিতে কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করল ভারতীয় জনতা পার্টির কিষান মোর্চার নেতৃত্বরা। এইদিনের এই স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলার কিষান মোর্চা জেলা সভাপতি মুরারি কৃষ্ণ রায় সহ অন্যান্যরা। সাত দফা দাবির মধ্যে তাদের প্রধান দাবি ধানহাটি থেকে ন্যায্য মূল্যে কৃষকের থেকে ধান কিনতে হবে। একইরকম ভাবে ভুট্টা সহ বিভিন্ন কৃষিজ ফসল ন্যায্য দামে সংগ্রহ করতে হবে, এই সমস্ত দাবি নিয়ে তারা আজ জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করেন। তারা জানান, দাবি পুরো না হলে আগামীতে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন

অটিজম ক্লিনিক এবার কোচবিহার মেডিক্যালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অটিজমে ক্লিনিক চালু হল কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ২৩-মে বৃহস্পতিবার থেকে ওই ক্লিনিক চালু হয়েছে। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, "অটিজম স্পেকট্রাম ডিজিজ ক্লিনিক চালু করা হল। আগে থেকেই অটিজম আক্রান্ত শিশুদের চিহ্নিত করে সুস্থ করে তোলার চেষ্টার কাজে এখনও অনেক সুবিধে হবে।" স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামে গ্রামে দেড় থেকে ছয় বছরের শিশুদের কেউ অটিজম আক্রান্ত কি না তা দেখবে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। প্রাথমিকভাবে সন্দেহ হলে তাকে মেডিক্যাল হাসপাতালের ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট অনুসারেই চিকিৎসা হবে। এমএসভিপি বলেন, "ছোট বয়সে বাবা-মা বা পরিজনেরা বুঝতে পারে না। তাই পরবর্তীতে অসুবিধে হয়। কিন্তু প্রথমেই রোগ চিহ্নিত করলে চিকিৎসার সুবিধে।"

দোকানপাট ভাঙচুর নিয়ে তুমুল অশান্তি কোচবিহারে

সুবীর হোড়, কোচবিহার: কোচবিহার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোচবিহার খাগড়াবাড়ি রাজারহাট সংলগ্ন মহিষবাথান এলাকায় পরিবহণ দফতরের সামনে রাস্তার দু'ধারে যেসব দোকান পাট রয়েছে আচমকাই তা ভেঙ্গে ফেলার অভিযোগ উঠলো। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ জেলা প্রশাসন কোনো কিছু আগাম না জানিয়ে দোকানপাট ভাঙতে শুরু করে। তাদের দাবি এই দোকানপাট করেই আমাদের রুজি রুটি ও পরিবার চালায়। আর সেই দোকানে আচমকা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। আমাদের এবার না খেয়ে মরতে হবে। অপরদিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা সদর মহকুমাশাসক কুণাল ব্যানার্জি জানান, সাতদিন আগে থেকেই জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের দোকান তুলে নেওয়ার জন্য একটি নোটিশ দেওয়া হয়। তবে সাতদিন পার হয়ে গেলেও এখনো তারা তাদের অস্থায়ী দোকানপাট ভেঙ্গে না নেওয়ায় শনিবার জেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে সেইসব দোকানপাট ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। আর এই নিয়ে ওই এলাকায় শুরু হয়েছে তুমুল অশান্তি।

কোচবিহারের লোকালয়ে বাইসন, উদ্বেগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তখন সকাল। গ্রামের লোকজনের ঘুম সদ্য ভেঙেছে। বাইরে বেরিয়েই দেখতে পান একটি বাইসন ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা নিয়ে শুরু হয়ে যায় যায় হইচই। পরে বন দফতরের কর্মীরা এসে আড়াই ঘন্টার চেষ্টায় ওই বাইসনটিকে কাবু করেন। ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে তাকে নিস্তেজ করে ফের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছাড়া হয়। ২২ মে বুধবার সকালে কোচবিহারের জিরানপুর গ্রামে এমনই ঘটনা ঘটল। এর আগেও একাধিকবার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে কোচবিহারের গ্রামে ঢুকে পড়েছে বাইসন। শুধু বাইসন নয়, হাতির দল বা চিতাবাঘও জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে প্রবেশের ঘটনাও ঘটেছে বহুবার। কোচবিহারের এডিএফও বিজন কুমার নাথ বলেন, "মনে করা হচ্ছে পাতলাখাওয়ার জঙ্গল থেকে ওই বাইসনটি তোর্সা নদী পেরিয়ে গ্রামে ঢুকেছে। তবে মানুষের কোনও ক্ষতি করেনি। কিছু ফসল নষ্টের অভিযোগ রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পেয়ে দেওয়া হবে। বাইসনটিকে ফের পাতলাখাওয়ার জঙ্গলেই ছাড়া হয়।" বন দফতরের তরফে জানানো হয়, ওই বাইসনটিকে ২১ মে মঙ্গলবার কোচবিহার-১ নম্বর ব্লকের টাপুরহাটে দেখা গিয়েছিল। তখন থেকেই বাইসনটির দিকে বনকর্মীরা নজর রাখতে শুরু করে। রাতের মধ্যেই বাইসনটি পৌঁছে যায় জিরানপুর গ্রামে। রাতে আর কিছু করে উঠতে পারেনি বনকর্মীরা।

সাধারণ ভাবে ধারণা করা হয়েছে, খাবারের খোঁজেই বেরিয়ে পড়েছে ওই বাইসন। এখন প্রচন্ড গরম চলছে। জঙ্গলের ভেতরেও খাবার ও জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তাই সে সবের খোঁজেই বাইসন বা বন্যপ্রাণী জঙ্গল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। এছাড়া জঙ্গলের ভেতরে মানুষের অবাধ প্রবেশ ও কোলাহলের জন্যেই অনেক সময় বন্যপ্রাণীরা বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তবে বর্ষার তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকবে। এই তিন মাস নিরাপদে অবস্থা থাকায় জঙ্গল ছেড়ে খুব একটা বন্যপ্রাণীরা বাইরে বেরোবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের একাধিক জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণ বাইসন রয়েছে। চিলাপাতা, জলদাপাড়ার জঙ্গলে প্রচুর বাইসন রয়েছে। এছাড়া পাতলাখাওয়ার জঙ্গলেও বাইসনের সংখ্যা বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই বাইসনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার জঙ্গলে না থাকলেই তারা বাইরে বেরিয়ে পড়ে বলে মনে করা হয়। এছাড়া উত্তরবঙ্গের ওই জঙ্গলগুলিতে প্রায় বছরভর মানুষের যাতায়াত রয়েছে। যা তাদের বিচরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা বলে মনে করা হয়।

টোটো চলাচল নিষিদ্ধ জাতীয় সড়কে, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নামেই নামেই টোটো চলাচল নিষিদ্ধ জাতীয় সড়কে। অভিযোগ, প্রতিদিন কোনও নিয়মের তোয়াক্কা না করে প্রচুর টোটো চলাচল করছে জাতীয় সড়কে। তাতে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বেড়ে যাচ্ছে। আর সেই দৌরাত্ম্য কমাতে এবারে উদ্যোগী হয়েছে কোচবিহার জেলা পুলিশ। ২১ মে মঙ্গলবার সকাল থেকে মাইকিংয়ের সঙ্গে কড়া নজরদারি শুরু করে পুলিশ। শহরেও টোটো নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে। এদিন ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখেই জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া টোটো গাড়িগুলিতে 'লুকিং গ্লাস' রাখার জন্যেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, নিষেধাজ্ঞার পরেও খাগরাবাড়ি থেকে পুন্ডিবাড়ির রাস্তায় শয়ে শয়ে টোটো চলাচল করে। তার মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় দুর্ঘটনাও ঘটেছে। 'লুকিং গ্লাস' না থাকায় পিছন থেকে কোন গাড়ি আসছে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা থাকে না টোটো চালকদের। যা থেকে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকে যায়। এছাড়া বাইক চালকদের হেলমেট ব্যবহার ও চার চাকার গাড়ির আরোহীদের সিট বেল্ট পরার নির্দেশও দেওয়া হয়। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "আইন মেনেই যাতে প্রত্যেকে চলাচল করে সে বিষয়ে জানানো হয়েছে।" তৃণমূল প্রভাবিত তৃণমূল টোটো শ্রমিক সংগঠনের নেতা জাহাঙ্গীর আলি বলেন, "শহরে যে টোটো চলাচল করে সবারই লুকিং গ্লাস রয়েছে। গ্রাম থেকে আসা অনেক টোটোতে তা নেই। সবাইকে আইন মেনেই গাড়ি চালাতে হবে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে তা জানিয়ে দিয়েছি।" সাধারণ মানুষের অবশ্য দাবি, একদিন নয়, প্রতিদিন টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়কে পুলিশের নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।

সম্পাদকীয়

পরিত্রাণের রাস্তা কোথায়?

কথার পৃষ্ঠে বাড়ে কথা। এ কথা তো জানে সবাই। আর তা যদি হয় রাজনীতির ময়দানে তা হলে তো কথাই নেই। ভারতবর্ষের বিশ্বের সব থেকে বড় গণতন্ত্র। আর সেই দেশের সরকার নির্বাচনের জন্য শুরু হয়েছে নির্বাচন। এখন পর্যন্ত ষষ্ঠ দফার নির্বাচন শেষ হয়েছে। আর বাকি এক দফা। ভোট শুরু হয়েছে ১৯ মে। সেটাই প্রথম দফা। সেই যে শুরু হয়েছে, ভোটের দফা যেতে বেড়েছে, একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়িয়েছেন। দেখা গিয়েছে, শাসক ও বিরোধী দলের নেতারা হেলিকপ্টার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে। কেউ সভা করেছেন, কেউ পদযাত্রা। আর সেই সভা থেকে কথার পৃষ্ঠে কথা শুধু বেড়েছে। কেউ কাউকে চোর বলছেন, কেউ ডাকাত। শুধু তাই নয়, একে অপরকে যতটা নিচে নেমে আক্রমণ করা যায় তা চোখের সামনেই দেখেছেন সবাই। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের নেতারা একে অপরের বিরুদ্ধে এ কোন ভাষা ব্যবহার করছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে? একটি দেশের নির্বাচন কিসের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন? চোখ বুজে সবাই বলতে পারে, আরও বেশি উন্নয়ন। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করা। এক কথায় বলা যায়, দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিশ্বের সারিতে দেশকে আরও উপরের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া লক্ষ্য হওয়া উচিত। তা নিয়েই তো আলোচনা-যুক্তি-তর্ক হওয়া উচিত। আসলে তা কি হচ্ছে? তার বদলে কে চোর, কে ডাকাত তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এসব কি বার্তা বহন করছে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। রাষ্ট্র পরিচালনার যারা লড়াই করছেন, তাদের মুখে কি এসব মানায়? এর থেকে পরিত্রাণেরও তো কোনও উপায় নেই মানুষের কাছে। তাই সবই যেন ছেড়ে দিতে হবে অদৃষ্টের হাতে।

কবিতা

সংসার

.... মনিমা মজুমদার

কিছুটা দূরে ঘন অন্ধকার জুড়ে
একমাত্র চাঁদ নিজস্ব স্বচ্ছতা নিয়ে
ঝুঁকে আছে ইটপাতা রাস্তার দিকে
এসব ভাবনারা এসে বসে
স্থির হয়ে থাকা সংসারে
ঝাঁকুনি তখন
খুন্তি দিয়ে কড়াইয়ে কথার
কাটাকুটি খেলায়
ব্যস্ত সংসারের নাম দেওয়া প্রাণিটি

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

অসদো মা সদগময়

...অমিতাভ চক্রবর্তী

চললাম সাধু সঙ্গ করতে। তাও কোথায়? (নামটা বললাম না। একটু ভনিতা করেই নামকরণ করলাম) হৃদয়পুর। হৃদয় দিয়ে যেখানে বিকি কিনি হয়। বিকি কিনি মানে দেওয়া আর নেওয়া। সেখানে মূল্য নির্ধারণ হয় হৃদয়ের উষ্ণতার পরখে। উষ্ণতা একমাত্র জানে হৃদয়। আমার হৃদয় পদ্মের স্পন্দন ধ্বনির বিপরীত স্বত্বা। সুতরাং হৃদয়পুর। ট্রেন চলে। ঝিকঝিক.. ঝিকঝিক। আমিও দুলি। মেরা মন দোলে। তার দেখা পাবো। যিনি আমার আন্টিঅক্সিডেন্ট। তুলসীপাতার মতো যার গুণ। যিনি অভাগাদের আশ্রয় দেন। সেই স্বামী। আমার প্রিয়তম, বন্ধুবর, পুন্যব্রতানন্দজী। আগেই ফোন করে দিয়েছিলাম। হৃদয়পুরের ঠিকানা এলোমেলো। বহু ঘুরপাক খেতে খেতে, একে ওকে জিজ্ঞেস করতে করতে হৃদয়পুরের সেই আশ্রম। অথচ একটা সোজা রাস্তা ছিল স্টেশন থেকে। সহজ রাস্তার দিশা টোটোচালক যে দেয় না তা নয়। কিন্তু হৃদয়পুর আশ্রম এমন একটা স্থান সেটা পথিক নিজেই হারিয়ে ফেলে। আর হারিয়ে ফেলাই তো স্বাভাবিক।

*****বিগত চারদিন ধরে প্রচন্ড মদ্যপান করেছি।দীপা আমার স্ত্রী কিছু বলেনি। মেয়ে দেখেছে তার মদ্যপ পিতাকে।সেও কিছু বলেনি। জানিনা পাপ পূণ্য কাকে বলে। কিন্তু মনে যে ভাবনা এসেছে সেটাকে পাপ বলায় বাঞ্ছনীয়। আমি পাপী। এই ধারণা আমার মনে কেন এলো? আসলে মদ খাওয়াটা পাপ নয়। মদ খাওয়ার পর যে চিন্তাগুলো মনে আসে সেটাকে পাপ বলা যেতে পারে। অনেক চিন্তা করে দেখেছি, মদ মানুষকে নিম্নমুখী করে। সাময়িক তৃপ্তি বা চিত্তবিলাস আসে ঠিকই কিন্তু শেষে আত্মবিলাপ ছাড়া কিছুই থাকেনা। এই আত্মবিলাপ থেকে মুক্তি কোথায়? একবার ভাবলাম কোন হোমে চলে যাই। যারা নেশাগ্রস্ত মানুষদের নেশার সারানোর কাজ করে। লজ্জা হলো।বলবো কাকে!! আমি ডুবে যাচ্ছি রসাতলে। স্বর্গ মর্ত্য আর পাতাল। এই হলো ত্রিলোক। আমি পাতালের বাসিন্দা। পাতালে কি থাকে? মনো চলো নিজ নিকেতনে। না কোন হোমে নয়। আমি স্বামীজীর চরনামৃত পেতে চাই। তিনি আমার আশ্রয়। আমার গুরু। আমার আচার্যদেব।অন্তত তিনি আমাকে উদ্ধার করবেন এই অন্ধকার থেকে।এটা একটা বিশ্বাস।আর বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। সুতরাং আমার গন্তব্যস্থল পূন্যব্রতানন্দ জি। স্বামীজিকে ফোন করলাম। দুদিন থাকবো। স্বামীজি উৎফুল্ল চিত্তে আমাকে আসতে বললেন। আশ্রয় যখন পেয়েছি দেরি কিসের! চলো মন। শরীরটাকে নিয়ে চলো।

*******ভাঙাচোরা একটা আশ্রম। যেটাকে মন্দির বলা হয় তার এক কোণে স্বামীজীর অবস্থান। আশ্রমটা সবে তৈরি হচ্ছে। আপনাকে কষ্ট করে এখানেই থাকতে হবে। এই শহরের মিউনিসিপালিটিকে বলেছি একটা টয়লেট তৈরি করে দিতে। দূরে দেখছেন তো! দেখছি। সাধু হওয়া যে কি বিরম্বনা তা কে জানে! পটি করতে হলে মিনিমাম ২০০ মিটার ট্রাভেল করতে হবে। এনারা কোন জগতের লোক? কি পাচ্ছেন এই জগৎ থেকে? পুঁজিবাদ যখন আস্তেপিষ্টে পৃথিবীকে ঘিরে ধরছে তখন এদের ভূমিকা কি? শুধুই কি ধর্ম প্রচার? ধর্ম কি? সাদা ধুতি সঙ্গে এনেছিলাম। স্বামীজি মনে মনে হয়ত ভাবলেন পবিত্র মানুষ আশ্রমে পা দিয়েছেন। আমি তো অভিনেতা। ভয়ানক পটু। স্বামীজীর পাশাপাশি বিছানায় স্থান করে নিলাম। মদ থেকে দূরে যেতে চাই! বহুদূরে । ঈশ্বর রক্ষা করো। আমাকে পেয়ে স্বামীজি ভয়ানক খুশি। একটু আধটু ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। আমরা তো নিরামিষ খাই একটা পদ হলেই চলে যায়। আপনি কি পারবেন? একটা আশ্রমিক জীবন চাই। চাই নিয়ম। আমি খুব খুব ক্লান্ত। হে প্রভু ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো। চলবে। উত্তর দিলাম। কি আশ্চর্য জীবন এই সাধুদের! একটা পদ দিয়ে পরমমোল্লাসে যে দিনপাত করা যায়, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বাজারে গেলাম। ত্যাগী পুরুষের জন্য কি আনবো? তথাপি এটা ওটা নিয়ে পুজা নামের ছেলেখেলা। স্বামীজি বললেন, তিনটা বাচ্চা আমার সাথে থাকে। ওরা খেলবে এমন কোন কিছু নেই। খেলার জন্য বল, ব্যাট যদি দেন ওরা খুব খুশি হবে। আমার এমন আর্থিক পরিস্থিতি নেই যে একটা ফুটবল দিতে পারি! আমি নির্বাক! আমি তো হোমে গিয়েছি।কিন্তু কি করব! আর এক দায়িত্ব আমার ঘাড়ে স্বামীজি দিয়ে দিলেন! ফুটবল, ব্যাট আর বল। তাও আশ্রমিক অনাথ শিশুদের জন্য। ঈশ্বরের আর এক নাম আনন্দ। আমাকে সেই সত্তা গ্রাস করেছে। আজ খেলব। নানাছলে!!!

*******এই ভারী শরীর নিয়ে আশ্রমের পাশের মাঠে নেমে পড়লাম। পায়ে পায়ে ফুটবল কথা বলতে শুরু করল। সঙ্গে তিনজন। খুশির বন্যাতে ভেসে যাচ্ছে আশ্রমের প্লে গ্রাউন্ড। স্বামিজী দূর থেকে দেখছেন। বয়সটা অনেক কম বলে মনে হলো। একটা স্বস্তি। স্বামিজী রান্না বসালেন। আমি বিছানায় বসে আছি। কারণ রান্নার অআকখ আমি জানি না। সাধুসেবা করতে এসেছিলাম। একি!! নদীর ধারা উলটো দিকে যাচ্ছে যে!!! ঈশ্বর, আমার বিধাতা, কি খেলায় আমাকে নিয়োজিত করলেন! এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। এতো পাপ!!!!!!

******একটা লোক প্রতিদিন আশ্রমের গেটে এসে মদ খায় । বেলেলাপ্পনার একটা সীমা থাকে। তুই মদ খা। তাই বলে আশ্রমের গেটের সামনে? আমি মদ্যপ লোককে এক্কেবারে সহ্য করতে পারি না। এরা খালি গন্ডোগোল পাকায়। একটু পরে আবার আসবে। ওই সেই রাস্তা। স্বামীজি হাত দিয়ে নির্দেশ করলেন। সুদূরে একটা প্রশস্ত পথ। রাস্তার দু'পাশে ঝোঁপঝাড়। বুঝলাম, ওই পথ ধরেই তিনি আসেন। আশ্রমের সামনে এসে নিরাপত্তা নামের একটা অবস্থার বাহাদুরি দেখে তিনি হাসেন!! তারপর....রস আস্বাদনের আদর্শ এক স্থান। সুধা সাগর তীরে হলাহল কাউকে তো পান করতে হয়! না হলে সুধা যে নিরাপত্তাহীন!! এটা আমার নিজের ব্যাখ্যা। বুঝতে পারছি ত্যাগী মানুষ নিজের গড়া ছোট্ট আশ্রমটিকে কোনমতেই আহত হতে দিতে চান না। আমি পড়ে রইলাম মুখ বুঁজে। রাত ৮.০০ বাজে। একটা কাজ করবেন? স্বামীজি প্রশ্ন করলেন। বলুন। একবার গেটের সামনে গিয়ে দেখবেন? আমার খুব দু:শ্চিন্তা হচ্ছে। ও ব্যাটা আজ আসবে। শুনবে পুলিশকে জানিয়েছি। একবার দেখে আসুন না। আমি ততক্ষনে রান্নাটা সেরে নেই। রাত অন্ধকার হলেও বিজলি বাতি টিমটিম করে রাতকে উদ্ভাসিত করার অমোঘ প্রয়াসে লিপ্ত। গুটিগুটি পায়ে আশ্রমের গেটের সামনে দাঁড়ালাম। নাম না জানা, স্থান না জানা, মদ্যপকে আজ ধরতে হবে। আমি অপেক্ষায় রইলাম।

রেকর্ড গরম কোচবিহারে, নাজেহাল মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বৃষ্টির তো দেখা নেইই। দিনের পর দিন গরমের তীব্রতা বেড়েই চলেছে কোচবিহারে। ২৪ মে শুক্রবার গরমের তীব্রতা ৩৯ ডিগ্রি ছাড়িয়েছিল কোচবিহারে। ২৫ মে শনিবার তা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। আর এমন কার্যত হাঁসফাঁস অবস্থা চলছে। প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া এই সময় বাড়ির বাইরে কেউ বের হচ্ছেন না। স্বাস্থ্য দফতর থেকেও এই সময়ে সাবধানতা অবলম্বনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দুপুরের রোদ এড়িয়ে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাড়ির বাইরে বের হলে বা কাজে থাকলে ছাতা ও পানীয় জল সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কৃষকদের একটানা মাঠে কাজ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হিট স্ট্রোকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এমনিতেই মৃত্যুর খবর আসতে শুরু করেছে। কোচবিহারে এমন ঘটনা না ঘটলেও কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে সাবধানতার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। কোচবিহারের সিএমওএইচ সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, "গরমের তীব্রতা বেড়েছে। সে কারণে সুস্থ থাকতে একটু সাবধানতা প্রয়োজন। সে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।" উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবাকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় সাত বছরের রেকর্ড ভেঙেছে কোচবিহার। শনিবার কোচবিহারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রি। গত সাত বছরের মধ্যে সব থেকে বেশি তাপমাত্রা ছিল এদিন। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ মৌসম কেন্দ্রের নোডাল অফিসার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গত কয়েক বছরে মধ্যে শনিবার কোচবিহারের সবথেকে বেশি তাপমাত্রা ছিল। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব বলেই মনে হচ্ছে। সবুজায়নের উপর জোর দিতে হবে।" এমন অবস্থার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রেও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। পাট ও আনাজে ক্ষেত্রেও ক্ষতি বাড়তে শুরু করেছে। কোচবিহার জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) গোপাল মান বলেন, "পরিস্থিতির দিকে নজর রয়েছে। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি পাল্টাবে।" এই গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোচবিহারে ফ্রিজ, এসি বিক্রি বেড়ে গিয়েছে।

গরুপাচার আটকাতে ফের বিএসএফের গুলি সীমান্তে, মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গরু পাচারের দৌরাত্ম্য কমাতে ফের সীমান্তে কড়া নজরদারি শুরু করেছে বিএসএফ। গত ২৩ মে বুধবার গভীর রাতে মেখলিগঞ্জের জামালদহে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয় এক যুবকের। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম রাকেশ হোসেন (২৫)। মাথাভাঙার খাটেরবাড়ির ওই যুবক গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে বিএসএফ জানিয়েছে। ওইদিন রাতে দুষ্কৃতীদের একটি দল সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের চেষ্টা করে। বিএসএফ বাঁধা দিলে তারা হামলা করে বলে অভিযোগ। শেষে বাধ্য হয়ে পাম্প অ্যাকশন গান এবং ইনসাস রাইফেল থেকে বিএসএফ গুলি চালায়। রাকেশ গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানেই মারা যায়। তার পরিবারের লোকেরা অবশ্য দাবি করেছে, রাকেশ গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত নয়। সে বাইরের রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করত। তার ভুটান যাওয়ার কথা ছিল। ভুল বুঝিয়ে জামালদহের কিছু যুবক তাকে নিয়ে গিয়েছিল। তার একদিন আগেই মঙ্গলবার কোচবিহারের দিনহাটার বাংলাদেশ সীমান্ত গীতালদহেও বিএসএফের গুলিতে এক যুবক জখম হয়। বিএসএফ দাবি করেছে, গরু পাচারকারীদের আক্রমণের জবাবে পাম্প অ্যাকশন গান (পিএজি) থেকে গুলি চালাতে বাধ্য হয় বিএসএফ জওয়ানরা। ওই ঘটনায় সূর্যজিৎ বর্মণ নামে এক পাচারকারী জখম হয়েছে। তাঁর শরীরের একাধিক অংশে ক্ষত রয়েছে। জওয়ানরাই প্রথমে তাঁকে দিনহাটা হাসপাতাল ও পরে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার অস্ত্রোপচারও হয়েছে। বিএসএফের এক কর্তা বলেন, "সীমান্তে যে কোনও ধরনের অপরাধমূলক কাজ হলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গরু পাচার দুই জায়গায় আটকানো হয়েছে। বিএসএফের হামলা হয়েছে বলে প্যালেট গান থেকে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে বিএসএফকে।" বিএসএফ জানিয়েছে করেছে, ওইদিন গীতালদহে অন্ততপক্ষে ৩০ টি গরু পাচারের চেষ্টা হয়। তার মধ্যে দুটি গরু বিএসএফ আটক করে। বাকি গরু গন্ডগোলের সুযোগে পালিয়ে যায়। বিএসএফ জানিয়েছে, এদিন ভোরের দিকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জনের একটি দল গরু পাচারের চেষ্টা করে। ওই দলে থাকা কিছু দুষ্কৃতী বাংলাদেশের দিকে ছিল, কিছু ভারতের দিকে। বিএসএফ জওয়ানরা বাঁধা দিলে তারা হামলা শুরু করে। বাধ্য পিএজি থেকে গুলি চালায় জওয়ানরা। দিনহাটার গীতালদহ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বছরখানেক আগে মৃত্যু হয় প্রেম কুমার বর্মণের। তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়। ওই ঘটনার এক বছর কাটতে না কাটতেই ফের বিএসএফের পিএজি গুলিতে আহত হল সূর্যজিত বর্মণ নামে এক যুবক।

বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হল সিপিএম। বুধবার বেলা ১২ টা নাগাদ কোচবিহারের দিনহাটা রোডে বিদ্যুৎ দফতরের নিউটাউন সেক্টরের সামনে জড়ো হয়। ওই অফিসের সামনের কোচবিহার-দিনহাটা সড়ক প্রায় পনেরো মিনিট ধরে অবরোধ করা হয়। অবরোধে যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সিপিএমের নেতা সাধন দেব বলেন, "যেভাবে বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তা কিছুতেই মানা হবে না। ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে।"

বারাণসীতে প্রচারে বিজেপির দুই বিধায়ক মালতী-সুশীল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবারে ভোট লড়াই করছেন বারাণসী থেকে। আর সেই বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রীর হয়ে প্রচারে গেলেন কোচবিহারের দুই বিধায়ক। ১৮ মে শনিবার রাতে তাঁরা বারাণসী পৌঁছান। পরের দিন দলীয় একটি বৈঠকে অংশ নেন তারা। ২০ মে সোমবার থেকে ধারাবাহিক প্রচার শুরু করেছেন তারা।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির দশজনকে বারাণসী নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে রয়েছেন সাতজন বিধায়ক। তার মধ্যে দুই বিধায়ক কোচবিহারের। একজন তুফানগঞ্জের মালতী রাভা, অপরজন মাথাভাঙার বিধায়ক সুশীল বর্মণ। টানা দশদিন বারাণসীর শহর থেকে গ্রামে প্রচার করবেন ওই বিজেপি বিধায়করা। মালতী বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর হয়ে প্রচারের সুযোগ পেয়েছি, এটা আমাদের কাছে সৌভাগ্যের বিষয়। দল নির্দেশ মেনে প্রচার করছি। এখানকার মানুষ প্রত্যেকেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ভক্ত। আমাদের দেখে আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠছেন অনেকে।" সুশীল বলেন, "এখানে তো সবাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভক্ত। চারদিক মোদীময়। দলের থেকে বলা হয়েছে এখানে প্রধানমন্ত্রীকে ভোট দেওয়ার জন্য কাউকে বলতে হবে না। যাতে সার্বিকভাবে ভোটের হার বাড়ে সে কথা প্রচার করা হচ্ছে।" রবিবার বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল একটি সাংগঠনিক বৈঠক করেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আরও বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি নেতারাও ছিলেন। কিভাবে বারাণসীতে প্রচার করতে হবে তা সেখানে জানানো হয়। রাতেই প্রচারের সূচি প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যাবে। সোমবার সকাল ৬ টা থেকে প্রচারে নেমে পড়েন তাঁরা। কিন্তু বারাণসীতে কেন কোচবিহারের বিধায়কদের নিয়ে যাওয়া হল? দলীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, সেখানে বড় অংশের ভোটার বাঙালি। কয়েক লক্ষ বাঙালি মানুষ ওই কেন্দ্রে বসবাস করেন। যাদের অনেকেই ভোটার। বাঙালিদের সংখ্যা শহর এলাকাতেই বেশি। এছাড়া বারাণসীতে কোচবিহার কালীমন্দির রয়েছে। কোচবিহারের মহারাজা বারাণসীতে ওই মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সেখানে প্রায় সাড়ে ৮ বিঘে জমির উপরে ওই মন্দির ও অতিথি নিবাস। আপাতত তা কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের অধীন রয়েছে। সেখানে দেবোত্তরের পনেরো জন কর্মী রয়েছেন। এছাড়া কোচবিহারের অনেক মানুষও বারাণসীতে থাকেন। সব মিলিয়ে দল মনে করছে, বাঙালি ভোটারদের টানতে পশ্চিমবঙ্গের বিধায়কদের ভূমিকা কাজ করবে। সে জন্যেই তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গুলিবিদ্ধ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান, উত্তেজনা শীতলকুচিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, শীতলকুচি: রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ১৬ মে বৃহস্পতিবার রাত ১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের শীতলকুচি থানার লালবাজারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ ওই পঞ্চায়েত প্রধানের নাম অনিমেষ রায়। দলের অভিযোগ, পেছন থেকে ওই পঞ্চায়েত প্রধানকে গুলি করা হয়েছে। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে। ওই তৃণমূল নেতাকে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়েছে। অনিমেষ লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। কিন্তু কারা কেন তাঁকে গুলি করেছে তা এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। তা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, ওই ঘটনার পেছনের বিজেপির হাত রয়েছে। এলাকায় অশান্তি ছড়ানো মূল উদ্দেশ্য। বিজেপির পাল্টা দাবি, শাসক দলের অন্তর্কোন্দলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ওই তৃণমূল নেতা। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।" প্রথম দফাতেই এবারে কোচবিহারে লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে। কোচবিহার রাজনৈতিক সংঘর্ষে বারে বারে উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও এবারের নির্বাচনে অনেকটাই শান্ত ছিল। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরেও বড় কোনও গন্ডগোল কোথাও চোখে পড়েনি। শীতলকুচির লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা। বরাবর ওই এলাকায় তৃণমূল শক্তিশালী। তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে মিটিং-মিছিল বা রাজনৈতিক কাজকর্ম করে অনেক রাতেই বাড়ি ফিরতেন অনিমেষ। ভোটের পরেও মাঝে মধ্যেই রাত করে বাড়ি ফিরতেন। ওইদিন রাতে অনিমেষ ফিরবেন জেনে পরিবারের লোকেরা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত দেড়টা নাগাদ বাড়িতে ফোনে অনিমেষ গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে খবর পৌঁছায়। তৃণমূলের লালবাজার অঞ্চল সভাপতি নুরবক্ত মিঁয়া জানান, ওই দিন রাত ১০ টা পর্যন্ত তাঁর বাড়িতেই ছিলেন অনিমেষ। তারপর বারোমাসিয়া এলাকায় যান কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে। রাতে সেখান থেকে বাইকে বাড়ি ফেরার সময়ে ওই ঘটনা ঘটে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথমে স্থানীয় মানুষজন তাঁকে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে কোচবিহার শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। রাতেই অস্ত্রপচার করে পা থেকে গুলি বের করা হয়। নুর বলেন, "ওঁরা দু'জন ছিল বলে শুনেছি। অনিমেষ পেছনের আসনে বসেছিলেন।" কিন্তু অনিমেষের সঙ্গে কে ছিলেন তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেনি কেউ। তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সকালে অনিমেষকে দেখতে নার্সিংহোমে যান। তিনি বলেন, "বিজেপির দুষ্কৃতীরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে গুলি করেছে। রাজ্য জুড়ে বিজেপির ভরাডুবি হবে তা স্পষ্ট। তাতেই অশান্তি ছড়ানোর লক্ষ্যে ওই হামলা হয়েছে।" বিজেপির শীতলকুচির বিধায়ক বরেন বর্মণ বলেন, "রাজ্য জুড়ে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য। তা আবার প্রমাণিত হল। বিজেপির নামে মিথ্যে দোষারোপ দিয়ে কি হবে শাসক দল নিজেদের কোন্দলে জর্জরিত। তদন্তেই সব স্পষ্ট হবে। যারা এমন ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের কঠিন শাস্তির দাবি করছি।"

আন্দোলনে ডিএসও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্নাতকস্তরের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পাশ করতে না পারার অভিযোগ তুলে আন্দোলনের নেমেছে এআইডিএসও। ২২ মে বুধবার সংগঠনের তরফে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক আসিফ আলম বলেন, "চার বছরের সেমিস্টারের পদ্ধতি এবার থেকেই চালু হয়েছে। স্নাতকস্তরের প্রথম বর্ষের ফলে দেখা গিয়েছে প্রায় প্রত্যেক কলেজেই ছাত্র-ছাত্রীদের ফল খারাপ হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে।" তা না হলে ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে। সেই সঙ্গে কলেজগুলিতে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের দাবিও জানানো হয়।

পঞ্চানন স্মারক বক্তৃতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পঞ্চানন বর্মা স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হল। বুধবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মুক্ত মঞ্চে ওই বক্তৃতা হয়। পঞ্চানন বর্মার জীবনদর্শন ও বর্তমান সময়ে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেন সৌমেন নাগ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিখিলেশ রায়। তিনি জানিয়েছেন, গত ১৩ মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন পালিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেদিন ওই স্মারক বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে সেদিন আমন্ত্রিত বক্তা উপস্থিত হতে পারেননি। এদিন ফের ওই আয়োজন করা হয়। লিখিত বক্তৃতাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা সমিতি থেকে প্রকাশিত হবে।

আবুতারা হল্ট স্টেশনে রেল অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার সুইমিং পুলের মাসিক চাঁদাবৃদ্ধি হওয়ায় অভিনব প্রতিবাদ সুইমিং পুলের খুদে সদস্য সহ অন্যান্য সদস্যরা। এইদিন কোচবিহারের প্রাণকেন্দ্র আগর দিঘির ঘাটে জেলা প্রশাসনের প্রতি খুব উপড়ে দিয়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদ করেন। এই দিন প্রায় ৫০ জনেরও বেশি কোচবিহার সুইমিংপুলের সদস্যরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান, ঘটা করে সুইমিংপুলের উদ্বোধন হলেও কিছুদিন নিয়মিত সুইমিংপুল চলার পরে বন্ধ হয়ে যায়। এবছর নতুন করে সুইমিং পুল খোলার আগেই অস্বাভাবিক হারে সুইমিংপুলের মেম্বারশিপ ফি বাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে জানান সদস্যরা। তারই প্রতিবাদে এদিন তারা সুইমিংপুলের খুদে সদস্য সহ একটি মিছিলও করেন। সুইমিংপুল সদস্যরা আরো জানান, বেশ কয়েকবার প্রশাসনের কাছে সুইমিংপুলের বিষয়ে জানানোর পরেও কোনরকম সুরাহা মেলেনি। অবিলম্বে কোচবিহার সুইমিংপুল সদস্যরা এই সমস্যার সমাধান চান।

আবুতারা হল্ট স্টেশনে রেল অবরোধ প্রত্যাহার আবুতারা নাগরিক মঞ্চের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: রেল আধিকারিকদের প্রতিশ্রুতিতে আবুতারা হল্ট স্টেশনে রেল অবরোধ প্রত্যাহার আবুতারা নাগরিক মঞ্চের। ঘটনা প্রসঙ্গে বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ আবুতারা নাগরিক মঞ্চের সদস্য মিলন সেন সংবাদমাধ্যমে বলেন, এইদিন তারা আবুতারা হল্ট স্টেশনে বামনহাট স্টেশন থেকে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনগামী ট্রেনটি অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। যার কারণ হিসেবে তারা জানান, প্রতিদিন সকাল ৬:২০ মিনিটে ছেড়ে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে বামনহাট পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি আসে সেই ট্রেনটিও আবুতারা হল্ট স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হয় না এবং সেই ট্রেনটিকেই বামনহাট স্টেশন থেকে সকাল সাড়ে নয়টায় ছেড়ে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস করে চালানো হয়। তবে যাওয়ার সময়েও আবুতারা হল্ট স্টেশনে ট্রেনটি থামে না। সেই কারণে আবুতারা নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা বারংবার স্টপেজের দাবিতে বামনহাট স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার ডিআরএমকে ডেপুটেশন প্রদান করেন কিন্তু কোন সুরাহা মেলেনি। তবে করোনা আবহের আগে এই দুটি ট্রেন আবুতারা হল্ট স্টেশনে স্টপেজ দিত, সেই কারণে পুনরায় স্টপেজের দাবিতে এদিনের এই রেল অবরোধের ডাক দেওয়া হয়। তবে অবশেষে রেল অবরোধ প্রত্যাহার করে অবরোধকারীরা। তারা জানায় আলিপুরদুয়ার ডিআরএমের এক প্রতিনিধি দল আশ্বাস দেন লোকসভা নির্বাচন পর্ব মিটে গেলে পুনরায় আবুতারা হল্ট স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হবে। যেহেতু বর্তমানে নির্বাচন আচরণ বিধি রয়েছে সেই কারণে এখন সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

বিশ্বজুড়ে ভারতীয় দক্ষতা উন্নয়নে টয়োটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর ভূমিকা

কলকাতা: "স্কিল ইন্ডিয়া মিশন" এবং "বিকশিত ভারত ২০৪৭"-কে সমর্থন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, টয়োটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিটিটিআই) আজ ইন্ডিয়া স্কিল প্রতিযোগিতা ২০২৪-এ তার ছাত্রদের পারফরম্যান্সের ঘোষণা করেছে, যা ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএসডিসি) দ্বারা আয়োজিত করা হয়েছে। প্রেম ভি পঞ্চম স্বতন্ত্র প্রতিযোগী হিসাবে অ্যাডটিভ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন। ম্যানুফ্যাকচারিং টিম চ্যালেঞ্জে, মোহিত এম ইউ, হরিশ আর, এবং নেলসন ভি একটি দল হিসেবে স্বর্ণপদক জিতেছে। মেকাট্রনিক্সে, দর্শন গৌড়া সি এস এবং ভানু প্রসাদ এস এম-এর দলও স্বর্ণ অর্জন করেছে, হেমন্ত কে ওয়াই এবং উদয় কুমার বি একই বিভাগে রৌপ্য জিতেছে। এছাড়া রোহন এ এস রৌপ্য পদক এবং সুদীপ এস এম কার পেইন্টিং-এ মেডেলিয়ন অফ এক্সিলেন্স পেয়েছেন। প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতাটি আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য তরুণ প্রতিভাদের জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। টিটিটিআই, এনএসডিসি-এর সাথে সহযোগিতায়, মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ (এমএসডিই) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিল রেখে মূল স্তরে যুবকদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তার প্রসারিত করে।

ম্যানুফ্যাকচারিং টিম চ্যালেঞ্জ, মেকাট্রনিক্স, কার পেইন্টিং এবং অ্যাডেটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং সহ বিভিন্ন বিভাগে টিটিটিআই প্রতিযোগিতার "অফ-সাইট" অংশের চারটি বিভাগে অংশগ্রহণ এবং আয়োজন করেছে, যা যশোভূমিদ্বারকা, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। টিটিটিআই প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করে জায়গা, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য এবং জুরি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা প্রসারিত করেছে। অনুষ্ঠানে এনএসডিসি-এর জেনারেল ম্যানেজার, মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশনস, মনিকা নন্দা জানিয়েছেন, "টয়োটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিটিটিআই)-এর বিশেষ কৃতিত্বের জন্য আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ইন্ডিয়া স্কিলস কম্পিটিশন ২০২৪-এ। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে যারা বিশ্বদক্ষ প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে তারা শ্রেষ্ঠত্বের এই উত্তরাধিকার অব্যাহত রাখবে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে গর্বিত করবে।"

ভারতে সম্পদ ব্যবস্থাপনা সহজ করতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে আপস্টক্স

আগরতলা: ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম আপস্টক্স (Upstox), বীমা বিতরণ ব্যবসায় সম্প্রসারন ঘটিয়েছে, যা একটি ব্যাপক সম্পদ-নির্মাণ প্ল্যাটফর্ম হওয়ার দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে। প্ল্যাটফর্মটি স্টক, আইপিও, এফএন্ডও, পণ্য, মুদ্রা, স্থায়ী আমানত, পি২পি (P2P) ঋণ, সরকারী বন্ড, টি-বিল, এনসিডি, সোনা এবং বীমা সহ বিস্তৃত আর্থিক উপকরণ সরবরাহ করে, যা এটিকে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ-শপ করে তুলেছে।

কোম্পানি ভারতের বীমা বাজারে একটি সরলীকৃত, স্বচ্ছ, এবং কাস্টমাইজড বীমা অভিজ্ঞতা প্রদান করে বিপ্লব ঘটাতে একটি প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করেছে। বর্তমানে, এটি টার্ম লাইফ ইন্স্যুরেন্স অফার করে এবং এইচডিএফসি লাইফকে পার্টনার হিসেবে হেলথ, মোটর এবং ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্সে প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছে। বর্তমানে, ভারতে বীমা অনুপ্রবেশে মাত্র ৪.২%-এ পৌঁছেছে, তবে বেশিরভাগ জনসাধারণই এখনও পলিসি কেনার জন্য ঐতিহ্যগত এবং এজেন্ট-চালিত মডেলের উপর নির্ভর করে। আপস্টক্স, একটি গবেষণা সংস্থা, জীবন, স্বাস্থ্য, মোটর এবং ভ্রমণ বীমা প্রক্রিয়াগুলিকে স্ট্রিমলাইন করে এই সমস্যাটির সমাধান করার লক্ষ্য রাখে। কোম্পানি প্রিমিয়াম খরচ কমাতে নতুন প্রজন্মদের জন্য বীমা প্রচার করছে। আপস্টক্স, সেরা বীমা পরিকল্পনা প্রদানে গ্রাহকদের গাইডেন্স প্রদান করছে, এবং ব্যবহারকারীদের সর্বোত্তম কভারেজের জন্য তাদের বীমা প্রয়োজনীয়তাগুলি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করছে।

আপস্টক্স-এর কো-ফাউন্ডার কবিতা সুব্রামানিয়ান জানিয়েছেন, "গ্রাহকদের বীমা ল্যান্ডস্কেপ নেভিগেট করতে সহায়তা করার জন্য আপস্টক্স তার বীমা বিতরণ বিভাগকে প্রসারিত করছে। কোম্পানির লক্ষ্য প্ল্যাটফর্মটিকে সহজ, নিরাপদ, দ্রুত এবং স্বচ্ছ করে তোলা। এইচডিএফসি লাইফ -এর প্রথম বীমা অংশীদার হিসাবে, আপস্টক্স-এর লক্ষ্য ভারতীয়দের সঠিকভাবে বিনিয়োগ করতে এবং নিরাপদ আর্থিক ভবিষ্যতের জন্য তাদের সম্পদ কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করা।"

ভগ আইওয়্যার-এর নতুন প্রচারণা 'কিপ প্লেয়িং'

কলকাতা: ভার্সাটাইল এবং ফ্যাশনেবল চশমার বাজারের পরিচিত কোম্পানি ভগ আইওয়্যার (Vogue Eyewear), তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর তাপসী পান্নুর সাথে লেটেস্ট বিজ্ঞাপন লঞ্চ করেছে। বিজ্ঞাপনটি সকলকে তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করার পরামর্শ দিয়েছে। কোম্পানির মতে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ। "কীপ প্লেয়িং" শিরোনামের এই বিজ্ঞাপনটি গ্রাহকদেরকে তাদের আলোকিত, উজ্জ্বল এবং আনন্দময় দিককে একটি গতিশীল বিশ্বে গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেছে। এই বিজ্ঞাপনটির ক্রিয়েটিভ কোম্পানি হল ব্র্যান্ডমুভাসর ইন্ডিয়া, যা পরিচালনা করেছেন স্কো ভান্ডারকার এবং ফটো তুলেছেন আনুশকা মেনন। বর্তমানে সামাজিক, ডিজিটাল, ওওএইচ, এবং প্রিন্ট চ্যানেল জুড়ে এর সমন্বিত বিপণন প্রচার শুরু হয়েছে।

নতুন প্রচারণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু জানিয়েছেন, "আমি ভগ আইওয়্যারের সাথে পার্টনারশীপ করতে পেরে এবং 'কিপ প্লেয়িং' বিজ্ঞাপনের সাথে যুক্ত হতে পেরে আনন্দিত। কিপ প্লেয়িং'-এর মূল বার্তাটি আমার সাথে গভীরভাবে অনুরণিত। এটি প্রত্যেকটি মুহূর্তকে আনন্দ এবং কৌতুকপূর্ণতার সাথে নিজেকে প্রকাশ করতে এবং পূর্ণ জীবনযাপন উপভোগ করার পরামর্শ দেয়।"

ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

কলকাতা: তাপমাত্রার পারদ বাড়ার সাথে সাথে তাপপ্রবাহ অনিবার্য বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। এপ্রিল মাস জুড়ে ভারতে অস্বাভাবিকভাবে জ্বলন্ত অনুভূত হয়েছিল, ছোট থেকে বড় উভয় এই তাপপ্রবাহের সম্মুখীন হয়েছে, যেমন ইন্ডিয়া মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট-এর রিপোর্ট করেছে। গত বছরের রেকর্ড-ব্রেকিং তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে ২০২৪-এ দ্বিগুণ গরম হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সুতরাং, পারদ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে শীতল এবং নিরাপদ থাকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গ্রীষ্মের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং তাপপ্রবাহ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমস্যার মূল কারন হয়ে উঠতে পারে। উষ্ণ তাপমাত্রার ফলে শরীর থেকে তরল এবং লবণের ক্ষয় হয়, যার ফলে ডিহাইড্রেশন এবং তাপ নিঃশেষ হয়ে যায়। তাপমাত্রার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখা আরও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে, যা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলে। অতএব, সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাপপ্রবাহ দৈনন্দিন রুটিনগুলিকে ব্যাহত করতে পারে এবং সামগ্রিক ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করতে পারে। কলকাতার গিরিশ পার্কে অবস্থিত এমডি পলিক্লিনিকের এমবিবিএস, ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুপ্রিয়া দত্ত, বলেছেন, "ডায়াবেটিস পরিচালনার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর রুটিন বজায় রাখা অপরিহার্য, কিন্তু গ্রীষ্মের মাসগুলি প্রায়শই ব্যাঘাত ঘটায়। প্রতিদিনের অভ্যাসের পরিবর্তনের ফলে ডায়াবেটিস-বান্ধব ডায়েট অনুসরণ করা বা সময়মতো রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করা ব্যর্থ হতে পারে। এছাড়া তাপপ্রবাহের সময়, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি বেশি থাকে, বিশেষ করে যদি তাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত থাকে। রক্তে শর্করার মাত্রা কার্যকরভাবে ভারসাম্যের জন্য, ক্রমাগত গ্লুকোজ পর্যবেক্ষণ-এর মতো বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। সিজিএম ডিভাইস, স্মার্টফোনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, চলার সময়েও রিয়েল-টাইম মনিটরিং অফার করে, ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনার সাথে আপস করা থেকে রুটিন পরিবর্তনগুলিকে প্রতিরোধ করে।" ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের গ্রীষ্মকালে রক্তে শর্করার মাত্রা প্রস্তাবিত লক্ষ্য সীমার মধ্যে (৭০ - ১৮০ এমজি/ডিএল) রাখা অত্যাবশ্যক। এটি করার একটি উপায় হ'ল অবিচ্ছিন্ন গ্লুকোজ মনিটরিং (সিজিএম) ডিভাইসগুলি ব্যবহার করা, যা কোন প্রয়োজন ছাড়াই গ্লুকোজের মাত্রা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এই ধরনের ডিভাইসগুলিতে পরিসীমার সময়-এর মতো মেট্রিক রয়েছে - এবং আপনার রিডিংগুলি পরীক্ষা করা আপনার সর্বোত্তম পরিসরে ব্যয় করা আরও বেশি সময়ের সাথে সম্পর্কিত, যা আপনার গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখতে কিছু টিপস অবলম্বন করা প্রয়োজন যেমন সঠিক মাত্রায় জল পান করা, নিয়মিত রক্তে শর্করার মাত্রা চেক করা, প্রতিদিন ব্যায়াম করা, এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া।

কাপড়ের সেরা যত্ন প্রদানে নতুন ওয়াশিং মেশিন লঞ্চ করেছে Bosch

শিলিগুড়ি: BSH Hausgeräte GmbH-এর সাবসিডিয়ারি হোম অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানি বিএসএইচ তার 'মেড-ইন-ইন্ডিয়া'-এর সেমি-অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনের লেটেস্ট রেঞ্জ লঞ্চ করেছে। এটি বিশেষ করে ভারতীয় পরিবারের জামা-কাপড়ের সঠিক যত্নের চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা হয়েছে। গ্রাহকদের প্রতি অটুট প্রতিশ্রুতি এবং মেক ইন ইন্ডিয়ার নীতির সাথে, বোশ (Bosch) একটি অতুলনীয় লন্ড্রি অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেছে, যা কাপড়ের সঠিক যত্ন এবং সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেয় #LikeABosch। মেশিনগুলি জার্মানের উন্নত মান অনুযায়ী তৈরি হয়েছে, এগুলি বিশ্বস্ততা এবং কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে যা গ্লোবাল বেঞ্চমার্কের সাথে সারিবদ্ধ।

এই নতুন রেঞ্জটি পিকক ব্লু, ওয়াইন, লিলাক, কোরাল পিঙ্ক, ট্যানজারিন অরেঞ্জ, শ্যাম্পেন গোল্ড এবং শাইনিং ব্ল্যাক সহ রঙের একটি উন্নত পরিসর যোগ করা হয়েছে। এর আনন্দদায়ক ডিজাইন সেমি-অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনগুলিকে সবার থেকে আলাদা করে তুলেছে, যা লন্ড্রি-বেসড কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রাহক-কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে। মেশিনগুলির সুবিশাল দরজার জন্য কম্বল এবং ডুভেটগুলি নির্বিঘ্নে লোড এবং আনলোড করা যায়, যা লন্ড্রির কাজ আরও সহজ করে তুলবে। এর লাইটওয়েট ডিজাইন, ইন্টিগ্রেটেড হ্যান্ডল এবং চাকাগুলির জন্য যেকোনো জায়গায় মেশিনগুলিকে স্থানান্তর করা যাবে। এছাড়াও, এই ওয়াশিং মেশিনে একটি ফ্লো-ইন-ফ্রেমের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা জলের স্ট্যাগনেশন হ্রাস করে, কাপড়-জামা পরিষ্কার করে এবং উন্নত কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। এই উদ্বোধনের বিষয়ে মন্তব্য করে বিএসএইচ হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস-এর এমডি ও সিইও সাইফ খান জানিয়েছেন, "ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য তৈরি করা আমাদের সেমি-অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনের নতুন পরিসর লঞ্চ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই লঞ্চের মাধ্যমে, আমরা লন্ড্রি বিভাগে আমাদের উপস্থিতি আরও উন্নত করার এবং ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য কাপড়ের যত্নের অভিজ্ঞতাকে উন্নত করার উপর জোর দিয়েছি। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-এর উপর ফোকাস করে, আমাদের পণ্যের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য ভারতীয় পরিবারের বিভিন্ন চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরি করা হয়েছে"।

উচ্চ রক্তচাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গ্লেনমার্ক-এর ভূমিকা

মুম্বাই: গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড গবেষণার নেতৃত্বাধীন গ্লোবাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, যা মে মাসকে 'হাইপারটেনশন সচেতনতা মাস' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গ্লেনমার্ক দেশজুড়ে ২৫০টিরও বেশি শহর ও শহর থেকে ১০০০ টিরও বেশি হেলথকেয়ার প্রফেশনালদের সাথে পার্টনারশিপ করেছে এবং উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরি করতে ৪০০+ সচেতনতামূলক সমাবেশ এবং স্ক্রিনিং ক্যাম্পের আয়োজন করেছে।

সমাবেশে এইচসিপি-দের নেতৃত্বে সাধারণ তথ্যমূলক সেশন ছিল, যারা উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কিত লক্ষণ, উপসর্গ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। পরবর্তীকালে, সাধারণ জনগণকে তাদের রক্তচাপের মাত্রা নির্ণয় করার সুযোগ দেওয়ার জন্য রক্তচাপ স্ক্রীনিং ক্যাম্প করা হয়েছিল। এই উদ্যোগের ফলস্বরূপ, গ্লেনমার্ক সফলভাবে ৬ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে পৌঁছেছে, কার্যকরভাবে এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।

এই প্রোগ্রামের বিষয়ে গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ইন্ডিয়া ফর্মুলেশনের প্রেসিডেন্ট ও হেড অলোক মালিক বলেছেন, "আমরা গ্লেনমার্কে দৃঢ়ভাবে সচেতনতা তৈরি করতে এবং ভারতে উচ্চ রক্তচাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি অর্থপূর্ণ প্রভাব তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের উদ্যোগের মাধ্যমে, উচ্চ রক্তচাপ ভবিষ্যতে কার্ডিও-ভাস্কুলার ঝুঁকি তৈরি করে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে উচ্চ রক্তচাপ শনাক্ত করে তাদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্য রাখি। আমরা এই অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যের ফলাফলের উন্নতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য করতে পারি।"

জিরো-কমিশন মিউচুয়াল ফান্ড লঞ্চ করেছে লেমন

কলকাতা: পিপলকো-এর লেটেস্ট অফারে, লেমন তার নতুন বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে বৈচিত্র্য আনতে সহায়তা করার লক্ষ্যে অ্যাপটিতে মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ পরিষেবা লঞ্চ করেছে। এটি একটি ব্যাপক সম্পদ-প্রযুক্তি প্লেয়ার হিসাবে বিকশিত হওয়ার কোম্পানির লক্ষ্যের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে।

ব্যবহারকারীরা সরাসরি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন ও লেমন-এ কমিশন-ফ্রী করতে পারেন এবং সবচেয়ে কম ১০০ টাকা দিয়ে শুরু করতে পারেন। তারা পোর্টফোলিও আমদানি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে তৃতীয় পক্ষের অ্যাপগুলিতে করা তাদের বিনিয়োগগুলিও ট্র্যাক করতে পারে। অ্যাপটি ৪০ টিরও বেশি ফান্ড হাউসের স্কিমগুলি অফার করে, যার মধ্যে কয়েকটি প্রধান এএমসি যেমন এইচডিএফসি, এসবিআই, অ্যাক্সিস সহ কয়েকটি নাম রয়েছে। ঘোষণার বিষয়ে লেমনের বিজনেস হেড দেবম সারদানা জানিয়েছেন, "আমাদের লক্ষ্য হল বিনিয়োগের ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কে গভীরভাবে বোঝার জন্য প্রথমবার বিনিয়োগকারীদের ক্ষমতায়ন করা। ভারতের মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং চীনের মতো দেশগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়া, একটি সুস্পষ্ট এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে নির্দেশ করে। সহজ, স্বচ্ছ এবং সাশ্রয়ী প্রোডাক্ট সরবরাহের মাধ্যমে এই চাহিদা আরও বাড়ানো যেতে পারে।"

স্যামসাং-এর পরিচালনায় ডিজাইন থিংকিং ওয়ার্কশপ

কলকাতা: ভারতের কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড স্যামসাং, দেশেজুড়ে নির্বাচিত স্কুলগুলিতে প্রথমবার ডিজাইন থিংকিং ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা চালু করেছে। জাতীয় শিক্ষা ও উদ্ভাবন প্রতিযোগিতার লক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে উদ্ভাবনের সংস্কৃতি গড়ে তোলা। বিশেষ করে ভারতের জন্য উপযোগী, একদিনের কর্মশালার ধারণা তৈরি করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের ডিজাইন থিংকিং প্রশংসা করতে উৎসাহিত করা যায় এবং বাস্তব-বিশ্বের সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং সমাধান করার জন্য তাদের ক্ষমতায়ন করবে। একাডেমিক পাঠ্যক্রমের অংশ হিসাবে, মানব-কেন্দ্রিক ডিজাইন-থিংকিং-এর সমস্যা সমাধানের জন্য একটি উন্নত অনুশীলন। ডিজাইন জগতের প্রসেস এবং টুল ব্যবহার করে, মানবকেন্দ্রিক ডিজাইন ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের জীবন উন্নত করার জন্য সহানুভূতি, সংজ্ঞা, ধারণা, প্রোটোটাইপিং এবং সমাধানের পরীক্ষাকে প্রভাবিত করে।

কর্মশালাগুলি একাডেমিক পাঠ্যক্রমের মধ্যে ডিজাইন-থিংকিং শিক্ষা প্রবর্তন করতে চায়, যেখানে ২,০০০-এরও বেশি স্কুল ছাত্রদের প্রতিযোগিতার জন্য আবেদন করতে সাহায্য করবে, কমিউনিটি চ্যাম্পিয়ন', স্কুল ট্র্যাকের বিজয়ী দল, প্রোটোটাইপ অগ্রগতির জন্য ২৫ লক্ষ অনুদান পাবে, শিক্ষার্থীরা ২০২৪-এর ০৯ এপ্রিল থেকে ৩১ মে আবেদন করতে পারবে।

এই উদ্যোগের বিষয়ে স্যামসাং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার কর্পোরেট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এসপি চুন জানিয়েছেন, "স্যামসাং সলভ ফর টুমরো আমাদের ভিশনের অংশ যা পরবর্তী প্রজন্মকে ক্ষমতায়ন করা এবং দেশে উদ্ভাবনের ইকোসিস্টেম তৈরি করা। ডিজাইন থিংকিং কর্মশালাগুলি এই বছর ১০টি স্কুলে একটি পাইলট হিসাবে চালু করা হয়েছে যাতে তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রকল্পগুলি কার্যকর করতে অনুপ্রাণিত করা হয়, যার মধ্যে সমস্যা সমাধান, সহযোগিতা এবং সৃজনশীল চিন্তা জড়িত। এই অফলাইন সেশনগুলির মাধ্যমে, স্কুলের শিক্ষার্থীরা মৌলিক বিষয়ে প্রশ্ন করার, বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করার এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক সমাধান করার একটি অনন্য সুযোগ পাবে।"

এমএসডিই এবং মাহিন্দ্রা লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগ

কলকাতা: ড্রোন দিদি যোজনার অধীনে দুইজন পাইলট পরিচালনার জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ (এমএসডিই) ভারতের ফার্ম ইকুইপমেন্ট কোম্পানি এবং বিশ্বের বৃহত্তম ট্র্যাক্টর প্রস্তুতকারক কোম্পানি মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের সাথে একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে। এই বছরের শুরুর দিকে চালু করা, এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল ১৫,০০০ নারীকে সার বপন, শস্য পর্যবেক্ষণ এবং বীজ বপনের মতো কৃষি কাজে ড্রোন চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া, যার ফলে নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য নতুন জীবিকার সুযোগ তৈরি করা।

এই পার্টনারশিপের অধীনে, এমএসডিই এবং

মাহিন্দ্রা হায়দ্রাবাদ এবং নয়ডায় ন্যাশনাল স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (এনএসটিআই) দু'জন পাইলট পরিচালনা করবে যাতে ২০ জন মহিলার ব্যাচে ৫০০ জন মহিলাকে দক্ষ করা যায়। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন দ্বারা অনুমোদিত ১৫ দিনের পাঠ্যক্রম এই কেন্দ্রগুলিতে আরপিটিও (রিমোট পাইলট ট্রেনিং অর্গানাইজেশন) প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। এই উদ্যোগের বিষয়ে এমএসডিইএ-এর সেক্রেটারি অতুল কুমার তিওয়ারি জানিয়েছেন, "আমরা মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের সাথে আমাদের পার্টনারশিপ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত। এই উদ্যোগটি মাহিন্দ্রা-এর সাথে অনেক সহযোগিতামূলক প্রকল্পের সূচনার প্রতিনিধিত্ব করে। কঠোর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং হাতে-কলমে শেখার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, আমরা আমাদের ছাত্রদের তাদের নির্বাচিত ক্ষেত্রগুলিতে দক্ষতা অর্জন করতে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধিতে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা এবং দক্ষতার সাথে সজ্জিত করব।"

ক্লিন এন্ড ক্লিয়ার-এর নতুন ডিজিটাল বিজ্ঞাপন "পিম্পল হি তো হ্যায়"

আসানসোল: ভারতের সেরা টিন স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড, ক্লিন এন্ড ক্লিয়ার টিনেজার্সদের পিম্পল সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে তাদের লেটেস্ট ডিজিটাল বিজ্ঞাপন লঞ্চ করেছে 'পিম্পল হাই তো হ্যায়'। কোম্পানি তাদের দর্শনকে শক্তিশালী করে কিশোরী মেয়েদেরকে তাদের ত্বককে আবারও নতুন করে আলিঙ্গন করতে উৎসাহিত করেছে। প্রতিটি টিনেজার্সই অপ্রত্যাশিত ব্রণের সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা তাদের জীবনে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস কেড়ে নেয়। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে ক্লিন এন্ড ক্লিয়ার কিশোরীদের জীবনে ব্রণের স্বাভাবিকতার উপর ফোকাস করে, কারণ এই সমস্যা তাদের জীবনে কষ্ট বা উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। কোম্পানি তার লেটেস্ট বিজ্ঞাপনে টিনেজার্সদের এই ব্রণের সমস্যাকে সাধারণ ঘটনা হিসেবে 'এটি স্রেফ একটি পিম্পল' ব্যক্ত করেছে এবং তাদের উৎসাহ দিয়েছে, যাতে তারা ব্রণ-এর জন্য বিভ্রান্ত বোধ না করে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করে। ক্যাম্পেইনটি হাইলাইট করেছে যে এর ফোমিং ফেসওয়াশটি মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রণ কমাতে পারে। এটি উন্নত ফর্মুলেশনের সাথে তৈরী হয়েছে যা টিনেজার্সদের ত্বকের শুষ্কতা সংক্রান্ত উদ্বেগ দূর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এতে আছে ৫০% পর্যন্ত পিম্পল-ফাইটিং উপাদান। ফেসওয়াশটি প্রতিবার ব্যবহারের পরে একটি উজ্জ্বল, সতেজ ত্বকের সাথে ৯৯% পর্যন্ত ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ধরে রাখে। এই ডিজিটাল বিজ্ঞাপন সম্পর্কে মনোজ গাডগিল, মার্কেটিং এবং বিজনেস ইউনিট হেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট, এসেনশিয়াল হেলথ অ্যান্ড স্কিন হেলথ, কেনভুস জানিয়েছেন, "ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার, একটি বিশ্বস্ত টিন স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড, যা ব্রণ সংক্রান্ত উদ্বেগ দূর করতে এবং ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে একটি উন্নত ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার ফোমিং ফেসওয়াশ (CLEAN & CLEAR® Foaming Facewash) অফার করে। আমরা বিশ্বাসী যে এই উদ্ভাবনী সমাধানটি কিশোর-কিশোরীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে ফোকাস করতে, অবাঞ্ছিত বিস্ময় এড়াতে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।"

ডিজিটাল ক্যাম্পেইনটি ইউটিউব, মেটা, মিউজিক স্ট্রিমিং অ্যাপস এবং গেমিং প্ল্যাটফর্ম সহ নেতৃস্থানীয় ওটিটি চ্যানেল জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে। ডিজিটাল বিজ্ঞাপনটি দেখতে- https://www.youtube.com/watch?v=9iUk1GGulj4 ক্লিক করুন।

বাজাজ ফাইন্যান্সের সাথে হাত মিলিয়েছে টাটা মোটরস

মুম্বাই: টাটা মোটরস-এর সহযোগী সংস্থা প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস এবং টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি তাদের ভারতীয় ডিলারদের সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স সমাধান অফার করতে বাজাজ ফাইন্যান্সের সাথে হাত মিলিয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল বাজাজ ফাইন্যান্সের বিস্তৃত সুবিধা প্রদানের জন্য ডিলারদের ন্যূনতম জামানত সহ তহবিল অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করা। এটি গ্রাহকদের নিজ নিজ গাড়ির জন্য অর্থায়নের বিকল্পগুলি উন্নত করবে। এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেছেন টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেডের চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার এবং টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেডের ডিরেক্টর ধীমান গুপ্তা, এবং বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেডের চিফ বিজনেস অফিসার সিদ্ধার্থ ভাট। ভারতের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এনবিএফসিগুলির মধ্যে একটি হল বাজাজ ফাইন্যান্স, যা লেন্ডিং, ডিপোজিট এবং পেমেন্ট জুড়ে ৮৩.৬৪ মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহকদের পরিষেবা দিচ্ছে। আর্থিক বছর ২০২৪-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোম্পানির সম্পদের পরিমাণ মোট ৩,৩০,৬৪৫ কোটিতে পৌঁছেছে।

অংশীদারিত্ব সম্পর্কে টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেডের চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার এবং টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেডের ডিরেক্টর ধীমান গুপ্তা জানিয়েছেন, "কোম্পানিটি তার ডিলার অংশীদারদের জন্য একটি অর্থায়ন প্রোগ্রাম অফার করার জন্য বাজাজ ফাইন্যান্সের সাথে হাত মিলিয়েছে, যার লক্ষ্য তাদের ব্যবসায় সহজতা বৃদ্ধি করা এবং বাজার সম্প্রসারণ করা। এই উদ্যোগের সাহায্যে বৃহত্তর গ্রাহক বেসকে নিউ ফরএভার পোর্টফোলিও অফার করা হবে।"

ফ্লিপকার্ট গ্রোসারি-এর অনন্য বৃদ্ধি

বেঙ্গালুরু: ভারতের ই-কমার্স জায়ান্ট ফ্লিপকার্ট তার গ্রোসারি ব্যবসায় বার্ষিক ১.৬ গুন বৃদ্ধির রেকর্ড করেছে। এই অনন্য মাইলফলকটি কোম্পানির সেরা অনলাইন শপিং অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রমান, যা সারা ভারত জুড়ে গ্রাহকদের সাশ্রয়ী মূল্যের সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বিস্তৃত বিকল্প প্রদান করেছে। ফ্লিপকার্ট গ্রোসারি প্লাটফর্মটি একটি কাস্টমার-ফার্স্ট কোম্পানি, যা ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, কলকাতা, মুম্বাই এবং নিউ দিল্লির মতো মেট্রো শহরগুলির পাশাপাশি ভারতের টায়ার ২+ শহরগুলিতে তার নাগাল প্রসারিত করছে। কোম্পানি স্বচ্ছতা এবং সততেজতার সাথে ঔরঙ্গাবাদ, বাঁকুড়া, বোকারো, ছাতারপুর, গুয়াহাটি, জামশেদপুর, কৃষ্ণনগর এবং বিশাখাপত্তনমের মতো ২০০ টিরও বেশি শহরে পরের দিন ডেলিভারি অফার করে গ্রাহক-বেস বৃদ্ধি করে নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। ফলে, ফ্লিপকার্ট সমস্ত ই-গ্রোসারি দোকানদারদের জন্য একটি উন্নত গন্তব্য হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

কোম্পানি, তেল, ঘি এবং আটার মতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং এফএমসিজি-এর সেগমেন্টে ১.৬ গুন্ বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিটারজেন্ট, ড্রাই ফ্রুটস এবং এনার্জি ড্রিংকসের মতো প্রিমিয়াম বিভাগে শক্তিশালী বৃদ্ধি দেখেছে। এছাড়াও, কোম্পানি দেশ জুড়ে গ্রোসারি সরবরাহের জন্য মোট ১১ টি কেন্দ্র লঞ্চ করেছে, যা প্রতিদিন ১.৬ লক্ষ অর্ডার ডেলিভারি করবে। কোম্পানি ভয়েস-এনাবেল্ড, জিরো-ইন্টারেস্ট ক্রেডিট এবং ওপেন-বাক্স ডেলিভারির মতন আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি যোগ করেছে। বৈদ্যুতিক যানবাহনের (EVs) উপর ৫০%-এর বেশি গ্রোসারি ডেলিভারি কভার করে স্থায়িত্বের উপর ফোকাস করছে, যা কোম্পানিকে ১৪০% বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বর্জ্যের পরিমান এবং পরিবেশগত প্রভাব কমাতে পরিবেশ-বান্ধব কার্ডবোর্ডের টুকরো এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য টোট ব্যবহার করেছে।

ফ্লিপকার্ট-এর হেড অফ গ্রোসারি, ভাইস প্রেসিডেন্ট হরি কুমার জি জানিয়েছেন, "আমরা উদীয়মান বিভাগে উদ্ভাবন ঘটিয়ে এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিকতার উপর ফোকাস করে গ্রোসারি সেগমেন্ট প্রসারিত করেছি। আমরা ভারত জুড়ে লক্ষ লক্ষ গ্রাহকদের সুবিধা প্রদানের জন্য নিবেদিত। ফ্লিপকার্টের লক্ষ্য ডিজিটাল মুদিখানার ল্যান্ডস্কেপে নতুন মান স্থাপন করা, যা ই-গ্রোসারিকে দেশব্যাপী সকলের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করবে।"

অজুনি বায়োটেক-এর অভিনব প্রয়াস

কলকাতা: অজুনি বায়োটেক লিমিটেড অগ্রণী এবং পিওর ভেজ, পশু স্বাস্থ্য সেবা সমাধান কোম্পানি ২১ মে, ২০২৪-এ তার ৪৩.৮১ কোটি টাকার রাইটস ইস্যু খুলবে। ইস্যুটির মাধ্যমে উত্থাপিত ফান্ড জমি অধিগ্রহণ, সাইট উন্নয়ন এবং সিভিল ওয়ার্ক, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি অধিগ্রহণের জন্য ব্যয়ের অর্থায়নে ব্যবহার করা হবে; কার্যকারী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা এবং কর্পোরেট উদ্দেশ্যগুলির অংশ অর্থায়ন। কোম্পানির রাইট ইস্যুর মূল্য শেয়ার প্রতি ৫-২০% এর বেশি ডিসকাউন্ট ক্লোজিং শেয়ার প্রাইস ১৮ মে, ২০২৪-এ শেয়ার প্রতি ৬.৫। রাইট ইস্যু ৩১শে মে, ২০২৪-এ বন্ধ হবে।

কোম্পানি ৮,৭৬,১৩,৭২১ টাকা মূল্যের সম্পূর্ণ পেইড-আপ ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করবে। ২ টাকা প্রতিটি নগদ মূল্যে। ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ৫ টাকা সমষ্টিগতভাবে ৪৩.৮১ কোটি। প্রস্তাবিত ইস্যুটির জন্য রাইটস এনটাইটেলমেন্ট অনুপাত ১:১ এ স্থির করা হয়েছে। অন-মার্কেট এনটাইটেলমেন্ট ত্যাগের শেষ তারিখ হল ২৭ মে, ২০২৪। কোম্পানি রুপি বিনিয়োগ করে একটি নতুন প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। ১৬.৫০ কোটি জি.টি-এ খান্না, পাঞ্জাবের রাস্তা ৮৭,০০০ বর্গফুট বিস্তৃত। নতুন ইউনিটটি ৩% সুদে সাবভেনশন, রুপি ক্যাপিটাল সাবসিডি সহ প্রণোদনার জন্য যোগ্য হবে। ক্যাপিটাল সাবসিডি ৫০ লক্ষ ভারত সরকার অফার করে, ১০০% জিএসটি এবং ১০০% স্ট্যাম্প ডিউটি প্রতিদান অনেকের মধ্যে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২৫০-২৭০ কোটি এবং টার্নওভারের ৫% পিএটি মার্জিন অনুমান করে।

অজুনি বায়োটেক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জসজোত সিং জানিয়েছেন, "আমরা উচ্চ-মানের, খাঁটি ভেজ গবাদি পশুর খাদ্য এবং খাঁটি নিরামিষ পরিপূরক প্রদানে বিশেষজ্ঞ যা গবাদি পশুর খাদ্যতালিকাগত চাহিদা পূরণ করে। আমাদের পণ্যগুলি স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি, উর্বরতা উন্নত করতে এবং গবাদি পশুর সামগ্রিক সুস্থতা বাড়াতে তৈরি করা হয়েছে। এই নতুন উদ্যোগটি আমাদের সরাসরি স্বতন্ত্র ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর অনুমতি দেবে, তাদের বিস্তৃত পরিসরের পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করবে। ইস্যুটির আয় কোম্পানির ব্যালেন্স শীটকে আরও শক্তিশালী করবে এবং এর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং কৌশলগত বৃদ্ধির উদ্যোগে অর্থায়ন করতে সহায়তা করবে।"

বাড়িতে বেশি সময় কাটাতে চান, রোহিতদের কোচ হওয়ার প্রস্তাব ফেরালেন পন্টিং

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ হওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই রিকি পন্টিং-এর। বিসিসিআই(BCCI)-এর তরফ থেকে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের(T20 World Cup) পর থেকেই ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এই কথা জানিয়ে পন্টিং বলেন, 'ভারতীয় জাতীয় দলের সিনিয়র কোচ হতে আমার খুব ভালোই লাগবে, কিন্তু আমার জীবনে অন্যান্য বিষয়গুলিও রয়েছে যাদের আমি অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আমি বাড়িতে এখন বেশি সময় কাটাতে চাই। ভারতীয় দলের কোচ হলে আমি আইপিএলে(IPL) কোচিং করাতে পারব না। আর তাছাড়াও জাতীয় দলের কোচ হওয়ার মানে আমাকে ১০ থেকে ১১ মাস কাজ করতে হবে, যা আমার বর্তমান জীবনযাপনের সঙ্গে একদম খাপ খায় না।' প্রসঙ্গত, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরেই ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে রাহুল দ্রাবিড়ের। গত মাসেই ভারতীয় দলের কোচের পদের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। পন্টিং ছাড়াও বিসিসিআই-এর তরফে কোচ হওয়ার প্রস্তাব গিয়েছে আইপিএলে চেন্নাইয়ের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং, লখনউ-এর কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের কাছেও। সম্ভাব্য কোচ হিসাবে উঠে আসছে গৌতম গম্ভীরের নামও। বিসিসিআইয়ের বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে কারা কারা কোচের পদের জন্য আবেদন করেছেন তা অবশ্য জানা যায়নি। আবেদন করার শেষ তারিখ ২৭ মে। তারপরেই নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে থেকে বিসিসিআইয়ের(BCCI) ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি পরবর্তী কোচ বেছে নেবেন।

কোপা আমেরিকায় দেখা যাবে গোলাপি কার্ডের ব্যবহার, কখন ব্যবহার হবে এই কার্ড?

নিজস্ব সংবাদদাতা: আসন্ন কোপা আমেরিকায় দেখা যেতে পারে নতুন গোলাপি কার্ডের (Pink card) ব্যাবহার। ফুটবল আইন নিয়ামক সংস্থা আইএফএবি (IFAB) অনুমোদন দিয়েছে এই নতুন কার্ডের ব্যাবহারে। আসন্ন ২০ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে কোপা আমেরিকা। প্রথম ম্যাচ রয়েছে আর্জেন্টিনা বনাম কানাডার। ফলে কোপা আমেরিকায় মেসিদের ম্যাচেই প্রবর্তন হতে পারে এই গোলাপি কার্ডের বলে মনে করা হচ্ছে। সাধারনত ফুটবলে কোনও প্লেয়ারকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় লাল ও হলুদ কার্ড। তবে এই গোলাপি কার্ড ব্যবহার করা হবে অতিরিক্ত খেলোয়ার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে।

যদি খেলার মাঝে কোনও ফুটবলার মাথায় চোট পান বা ধাক্কা লেগে আঘাত পান সেই সময় রেফারি এই কার্ড দেখিয়ে বিষয়টি জানাবেন। এরফলে নির্ধারিত পাঁচ সাব প্লেয়ারের অতিরিক্ত কনকাশন সাব প্লেয়ার হিসাবে ওই খেলোয়ার মাঠের বাইরে যাবে। একবার কোনও প্লেয়ার কনকাশন সাব হিসাবে মাঠের বাইরে গেলে সে আর মাঠে ফিরতে পারবে না। কোনও দল যদি কনকাশন সাব নেয় তবে বিপক্ষ দলও একজন অতিরিক্ত সাব ব্যাবহার করতে পারবে। এই নতুন কার্ডের প্রবর্তনের ফলে মাথায় চোটের দরুন কোনও খেলোয়ার মাঠের বাইরে গেলে তাঁকে আর নির্ধারিত পাঁচ সাবের মধ্যে ধরা হবে না, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দল মোট ছয়জন অতিরিক্ত খেলোয়ার পরিবর্তন করতে পারবে।

ট্রফি অধরা কোহলিদের, রাজস্থানের কাছে হেরে আইপিএল থেকে বিদায় আরসিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা: টানা ছ-ম্যাচ জিতে প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এলিমিনেটরে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হেরে আইপিএল জার্নি শেষ হল আরসিবির। এই বছরও ট্রফি পাওয়া হল না বিরাট কোহলিদের। এদিন টসে জিতে বেঙ্গালুরুকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস। প্রথমে ব্যাট করে আরসিবি ৮ উইকেট হারিয়ে করে ১৭২ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১ ওভার বাকি থাকতেই ৪ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল রাজস্থান।

এদিন টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো করেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ফাফ ডু প্লেসিসকে (১৭) আউট করে প্রথম আঘাত হানেন রাজস্থানের পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। বিরাট কোহলিও মেজাজেই শুরু করেছিলেন। তবে তিনি আউট হন চাহালের বলে। ২৪ বলে ৩৩ রান করে আউট হন কোহলি। এছাড়া আরসিবির ক্যামেরন গ্রিন (২৭), রজত পাতিদার (৩৪) ভাল খেলছিলেন, কিন্তু তাঁদের তুলে নেন অশ্বিন ও আবেশ খান। বেঙ্গালুরুর হয়ে শেষদিকে রান টেনেছেন মহিপাল লোমর, তিনি ১৭ বলে ৩২ রান করেছেন। অশ্বিন আসল সময়ে দুটি উইকেট নেন। বেঙ্গালুরু ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে করে ১৭২ রান। আইপিএলে ১৭২ রান কখনই বড় স্কোর নয়। রাজস্থান সেই ভাবেই ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করতে শুরু করে। ওপেন করতে নেমে যশস্বী আর টম। ৩০ বলে ৪৫ করে আউট হন যশস্বী। এরপর রিয়ান পরাগ ২৬ বলে ৩৬ করে সিরাজের বলে আউট হন তিনি। একটা সময়ে টানটান উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয় ২২ গজে। রাজস্থানের পাওয়েলের অসাধারণ একটি ক্যাচ ধরে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন বেঙ্গালুরু অধিনায়ক। তবে ভাগ্য কোনও ভাবেই সঙ্গ দেয়নি বিরাটদের। এক সময়ে ১২ বলে ১৩ বাকি ছিল। কিছু পরপর দুটো ৪ এবং ১৯ ওভারের শেষ বলে ৬, আরসিবি-র ট্রফি জয়ের স্বপ্ন এবারেও ভেঙে দিল রাজস্থান।

আইপিএল নয়, বিশ্বকাপই পাখির চোখ রিংকুর

নিজস্ব সংবাদদাতা: খেলছেন আইপিএল প্লে-অফ। অথচ নজরে, মননে এখন থেকেই আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ!

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আজ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচ খেলল কেকেআর। আর সেই দিনই আইপিএলের সরকারি ওয়েবসাইটে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন রিঙ্কু সিং। নাইটদের অন্যতম ভরসা রিঙ্কু তাঁর স্বপ্ন ও ইচ্ছার কথা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন। জানিয়েছেন, দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জিততে চান তিনি।

মোদি স্টেডিয়াম বরাবরই প্রিয় ও পয়া মাঠ রিঙ্কুর। এই মাঠেই এক বছর আগের আইপিএলে যশ দয়ালের শেষ ওভারে পাঁচ ছক্কার নজির গড়েছিলেন তিনি। সেই মাঠেই এসআরএইচের বিরুদ্ধে প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচ খেলতে নামার আগে রিঙ্কু বলেছেন, 'জুনিয়ার ক্রিকেটে কিছু ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। তবে সিনিয়র পর্যায়ে কখনও তেমন কোনও ট্রফি জিততে পারিনি। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমার স্বপ্ন ও লক্ষ্য হল দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা। আশা করব, একদিন আমার স্বপ্নপূরণ হবে।'

রিঙ্কুর স্বপ্ন আদৌ কোনওদিনও পূর্ণ হবে কিনা, সময় বলবে। কারণ, টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপের মূল স্কোয়াডে নেই রিঙ্কু। তবে রিজার্ভ ক্রিকেটারদের তালিকায় রিঙ্কু রয়েছেন। হয়তো মূল স্কোয়াডে সুযোগ না পাওয়ার হতাশা ও দুঃখও রয়েছে তাঁর মনের অন্দরে। রিঙ্কু অবশ্য সেই হতাশার বিষয়টি সতর্কভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, 'আমার কারোর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। আমি জানি, একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমার কাজটা কী। সেটাই করে যেতে চাই। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগে ভারতীয় ক্রিকেটমহল ধরেই নিয়েছিল, রিঙ্কু মূল স্কোয়াডে থাকছেন। বাস্তবে সেটা হয়নি। এমন ঘটনাকে দুর্ভাগ্য বা খারাপ সময় বলেও মানতে রাজি নন কেকেআরের বাঁহাতি ব্যাটার। রিঙ্কুর কথায়, 'আমি অভিযোগ করতে পছন্দ করি না। তাছাড়া যাঁদের হাত-পা নেই, তাঁদের জন্য খারাপ সময় বা দুর্ভাগ্য বিষয় গুলি প্রযোজ্য হতে পারে। আমি নিজে সেই দলে পড়ি না। সবসময় চেষ্টা করি নিজের হাত-পা ও মস্তিষ্ক দিয়ে ক্রিকেটটা খেলতে।'

আগামী বছর আইপিএলে কি দেখা যাবে ধোনিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা: আগামী বছর আইপিএলে (IPL) কি খেলতে দেখা যাবে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে (Mahendra Singh Dhoni)? রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (Royal Challengers Bengaluru) কাছে হেরে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর থেকেই এমনই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে ক্রিকেটপ্রেমী মহলে। যদিও আগামী বছর আইপিএলেও ধোনির খেলার ব্যাপারে আশাবাদী চেন্নাই সুপার কিংসের (Chennai Super Kings) চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (CEO) কাশী বিশ্বনাথন। এক সাক্ষাৎকারে বিশ্বনাথন বলেছেন, 'ধোনির ভবিষ্যৎ আমার জানা নেই। খেলবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর ও নিজেই দিতে পারবে। আমরা সব সময় ওর সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছি। ধোনিও বরাবরই ওর সিদ্ধান্ত ঠিক সময়ে জানিয়েছে। এবারও ব্যতিক্রম হবে না বলেই আশা।'

এই চর্চার মাঝেই ধোনি জানিয়েছেন, জীবনে ভয় না থাকলে সফল হওয়া কঠিন। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় চেন্নাই সুপার কিংসের প্রকাশ করা ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'জীবনে ভয় ও চাপ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি মনে ভয় না থাকে, তাহলে কখনওই সাহসী হতে পারব না। আমি বিশ্বাস করি, ভয়ের এই চাপ থাকা জরুরি। তাহলেই ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্ভব হয়।'

ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত-ইংল্যান্ড টি২০ সিরিজ, ডাক পেলেন শিলিগুড়ির মুন্না

নিজস্ব সংবাদদাতা: আরও একবার শিলিগুড়ি(Siliguri) ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মুখ উজ্জ্বল করলেন বিনয় মোড় লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা মুন্না সরকার। ডেফ ক্রিকেটের(Deaf cricket) টি২০ বিশ্বকাপ খেলে দেশে ফেরার পর আসন্ন ইংল্যান্ড সফরেও জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। ২১ তারিখ ইন্ডিয়ান ডেফ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জাতীয় দলের টিম লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে জায়গা পেয়েছেন মুন্না।

১৮ জুন থেকে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত-ইংল্যান্ড টি২০ সিরিজ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। চলবে ২৭ জুন পর্যন্ত। পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজ খেলার জন্য ভারতীয় দল ১৫ জুন ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেবে। জাতীয় দলে যোগ দিতে ৫ জুন মুন্না শিলিগুড়ি থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন। সেখানে ৭-১৫ জুন অনুশীলন চলবে। দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন হিমাচলপ্রদেশের ভিরেন্দর সিং। জম্মু-কাশ্মীরের উমর আশরাফ উইকেট কিপারের দায়িত্ব সামলাবেন।

বর্তমানে বেসরকারি টুর্নামেন্ট খেলতে মেঘালয়ে রয়েছেন মুন্না। বুধবার সেখান থেকেই নিজের উচ্ছ্বাসের কথা জানান তিনি। যদিও টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে মুন্নার। ফাইনালে সুপার ওভারে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যায় ভারত। তবে এবার ট্রফি নিয়েই দেশে ফেরার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী মুন্না। তিনি বলেন, 'ব্যাটিং-বোলিং মিলিয়ে সব বিভাগেই ভারতীয় দল দারুণ ফর্মে রয়েছে। জিতেই ফিরব।'

মুন্না যখন ইংল্যান্ডে খেলতে যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক সেই সময় তাঁর বাড়ির লোকের গলায় হতাশার সুর। মুন্নার বাবা মাধব সরকার বলেন, 'বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার সময় ছেলের কাছে পর্যাপ্ত খেলার সরঞ্জাম ছিল না। কয়েকটি মহল থেকে ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে জানিয়েও কথা রাখা হয়নি। ব্যাট-হেলমেট সহ যে দুটি সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল সেগুলি নিয়ে বিদেশ সফরে যাওয়া যায় না। শেষমুহূর্তে আত্মীয়দের থেকে টাকা ধার করে ছেলেকে বিশ্বকাপ খেলতে পাঠাই।' তবে এবারে সামগ্রীর প্রয়োজন না থাকলেও সংসারে অভাব নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন মুন্না। তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন সময় বেসরকারি টুর্নামেন্ট খেলে যা উপার্জন হয় সেটা দিয়ে সংসার চালাতে সাহায্য করি। কানে শুনতে পাই না বলে কোথাও কাজ মেলে না। তবে দেশের জন্য মাঠে খেলতে নেমে এসব মাথায় থাকে না।'

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96